হিন্দুমহিলা নাটক।

শ্রীবটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

A

DRAMA

ON

HINDU FEMALES,

THEIR CONDITION AND HELPLESSNESS.

BY

BUTTO BEHARY BONNERJEE.

Calcutta:

G. P. Roy & Co. Printers No. 67, Emambaree Lane, Bentinck Street.

1869.

[Price 1 Rupee.] [মূল্য ১ টাকা মাত্র।]

হিন্দুমহিলা নাটক।

শ্রীবটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

A
DRAMA
ON
HINDU FEMALES,
THEIR CONDITION AND HELPLESSNESS.

BY
BUTTO BEHARY BONNERJEE.

Calcutta:

G. P. ROY & CO. PRINTERS NO. 67, EMAMBAREE LANE, BENTINCK STREET.

1869.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিনোদ..............রাম বসুর পুত্র।

শ্যাম....................ঐ ঐ ।

সনাতন...... .....বিনোদের দাস।

বিষ্ণু....................ঐ বন্ধু।

গণেশদেব..............ভট্টাচার্য্য।

পঞ্চানন..............গণেশের ছাত্র।

কমল...........হারাধন মুখোর পুত্র।

পাহারাওয়ালা।

নবীন
চন্দ্র } কমলের ইয়ার।
মাধব

স্ত্রীগণ।

জগদম্বা..............বিনোদের ভগ্নী।

ভগবতী..............ঐ স্ত্রী।

মনোরমা..............শ্যামের স্ত্রী।

গোলাপী..............ঐ ভগ্নী।

শৈল
বিধুমুখি } প্রতিবাসী বালিকাগণ
তরঙ্গিনী

বগলা..............কমলের মাতা।

ভাবিনী...........বগলার ভগ্নী।

সুরমা..............কমলের স্ত্রী।

সুখময়ী
নিস্তারিনী } প্রতিবাসী রমণীগণ

দাসী..............বিনোদের দাসী।

চুণি
মনমোহিনী } বেশ্যাদ্বয়।

তিলী...........মনমোহিনীর দাসী।

দৃশ্য কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ,

প্রফেসর, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

প্রিয় মহাশয়—

আজ কাল সকলেই এক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা দেখিয়া নিতান্ত নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না, দেখি না কিসে কি হয়, কিন্তু মনে এরূপ আশা করি না যে আমার এই রচনা এতাবিধ সময়ে আদরণীয় হইবে, কারণ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের নাটক প্রহসন্ ইত্যাদি পাঠ করিয়া বিরক্তি জন্মিয়াছে, ইহাতে যে আমার সামান্য রচনা পাঠ করিয়া আদর করিবেন এ কেবল দুরাশা মাত্র, আরো হিন্দুমহিলায় কোন নূতন কথা নাই, বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ যাহা দেখিতেছেন বা করিতেছেন তাহারই প্রতিমূর্ত্তি, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, হিন্দুমহিলা আমাদিগের সময়ে আদরণীয় না হইয়া বরং ভবিষ্যতের গর্ভস্থ লোকদিগের আদরণীয় হইতে পারে, কারণ সে সময়ে রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। আপনকার সহিত আমার গুরুতর সম্পার্ক ও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, বিশেষ বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে আপনার যথেষ্ট অনুরাগ আছে, এই ভাবিয়া হিন্দুমহিলা আপনকার হস্তে সমর্পণ করিলাম, ইহা দেখিয়া আপনি যদি মৃদু হাস্য করেন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব অধিক লেখা বাহুল্য।

সিমুলিয়া।
১লা ভাদ্র। ১২৭৬।

আপনকার চিরবাধিত।
শ্রীবটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুমহিলা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাম বসুর অন্তঃপুর।

জগদম্বার শয্যা করণ ও বগলার প্রবেশ।

বগলা। কিলো আজ যে আমাদের বাড়িতে এক বারও যাসনি লা—কেন? দাদা বুঝি কিছু বলেছে।

জগদম্বা। না বোন তা নয় আজকে একবারও অবসর পাইনি, সমস্ত দিন একটা না একটা নিয়ে আছি, কখন যাই বল।

বগ। কেন তোর দাদাত এখন দশ টাকা রোজগার কচ্যে তবে কি একটা চাকরাণী রাখতে পারে না? সেকি লো তুই কি খেটে খেটে সারা হবি না কি? আহা! তোরে দেখলে কান্না পায়, তেমন

সোনার বর্ণ কালী মূর্ত্তি হয়ে গিয়েচে! তা না হয় তুই তোদের তাকে বলনা কেন, তোকে তাদের দেশে নিয়ে যাগ।

জগ। হা আমার কপাল! তা হলে কি এতদিন এখানে থাকি! কোন কালে শ্বশুর ঘর কত্তুম, দাদারই বা এত কথা সইব কেন, বয়েরই বা নাথি ঝেঁটা খাব কেন, ও দু টাকা আন্তে পারেনা বলে সিন।

বগ। কেন, তোদের সেতো এখন আপিসে বেরুচ্যে, শুনতে পাই তোর জন্যে চব্বিশ ভরির বাউটী গড়াতে দিয়েছে, আবার ও বছর পূজোর সময় কাশী বেড়াতে গিয়ে তোর জন্যে বারাণসী সাড়ী কিনে এনেছে?

জগ। ওমা—চুপ কর বোন—সে বুঝি ও দিয়েছে? আমার এক ভাগ্গীমন্তর মামা শ্বশুর আছেন তিনি দিয়েছেন।

বগ। তা কি জানি বোন যেমন শুনতে পাই তেমনি বল্যুম, সত্তিমিথ্যেতো যাচাই কত্যে যাই নি। যে দিক দিয়ে হোগ পেলেই ভাল।

জগ। সে ভাই কোথা পাবে, একটু একটু আপিঙ খায় তারেই দুদের কড়ি যোগাতে পারে না (হস্ত প্রসারণ করিয়া) হায় রে আমার কপাল! সে আবার আমাকে সোনা দেবে।

বগ। সে যা হোগ ব্যানে, ভাই, তোর ভাতারের গুণ ঢের, কখন কারু পানে উঁচু নজর করে না।

জগ। তা হলে কি হয় ভাই, সে বড় অভিমানী, দাদা যদি একটু চড়া কথা বলে তবে অমনি রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, আমি আবার কত করে হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে রাখি।

বগ। তোমার দাদা তো আস্ত হনুমান—আপনার মাকে যে কটু কথা কয় সে বোনাইকে বলবে তার আশ্চর্য্য কি? যা হতে পৃথিবী দেখ্‌লেন সে চাট্‌টী ভাতের তরে কেঁদে মরে, যেমন কথায় বলে না—

মায়ের পেটে ভাত নাই মেগের চন্দ্রহার।
মায়ে বিউলে মেগে পেলে কার ধন কার॥

জগ। তা আজ্‌কেকার কালেতো তাই হয়েছে, সে দিন ও পাড়ার বামুনদের গিন্নী মার কাছে কত খেদ কত্তে লাগ্‌লেন তা আর তাঁকে কি বলে বোঝাবেন বল, কেবল চক্ষের জলে ভেসে গেলেন, আর বল্যেন, "বোন ও দুঃখের কথা আর কাকে বল আমি ঐ জ্বালায় জ্বলে মলুম, এক এক বার মনে হয় যেমনে দুচক যায় তেমনে যাই আবার কেমন পোড়া মায়া বিনোদের মুখ দেখ-লেই সব ভুলে যাই।"

বগ। তাতে বাম্নি ঠাকরুন কি বল্যেন?

জগ। তিনি বল্যেন " আমিতো আর এখানে টিকতে পারিনা, যা হয় হবে কাশীতে যাই, না হয় ভিক্ষে মেগে খাব, এরূপ গঞ্জনার চেয়ে মেগে খাওয়া লক্ষ গুণে ভাল "।

বগ। তোমার মার কি বোন দয়ার শরীর সাক্ষেৎ লক্ষ্মী এত কষ্ট পাচ্যেন তবু এক দিনের তরেও তোমার দাদাকে উঁচু কথাটী বলেন না। কিন্তু ছেলে এমনি গোঁয়ার গালাগালি বই কথা কন না।

জগ। বউ আবার এমনি তোয়ের একটু খানি ত্রুটি হলে দাদাকে গালাগালি দিয়ে ভুৎ ছাড়িয়ে দেয়, দাদার তায় দ্বিরুক্তি নেই।

বগ। তবে যেম্‌নি কুকুর তেম্‌নি মুগুর জুটেছে বল, হয়েছে ভাল, তা তোদের এই রকম করে ক্লেশ দেয় তোরা কেন বোয়ের কাছে গিয়ে নালিস করিসনে?

জগ। বউ নাকি আমাদের পক্ষে—যত নষ্টের মূলতো ঐ, কি জানি ভাই কত রকমই নাগায়, দাদা কি না কিছু কানপাতলা ও যা বলে তাই ধ্রুব জ্ঞান।

বগ। তোদের কত্তা মরে যাওয়া অবধি তোদের সংসারে এক দিনের তরে সুখ দেখ্‌লুম না।

জগ। বাবার জন্যেই এখানে এসেছিলুম তা না হলে

শ্বশুর বাড়ীতে দুমুটো ভাতও খেতে পাওয়া যায়, বছর অন্তে দুখানা কাপড়ও মেলে, তারা যে নিতান্ত গরিব তা নয়, তবে কিনা আমার বুড়ো মা বর্ত্তমান, আর ওঁর চাকরি স্থান তাই গা করে নিয়ে যান না।

বগ। তোমার বাপ মরেছেন কত দিন হলো?

জগ। আজ প্রায় দু বছর হতে গেল।—তা আমার দাদা এমনি হাড়হাবাতে মা একাদশী কল্যে বলে কি ও একটা খিদে বাড়াবার পন্থা।

বগ। ও মা!—তোর দাদা বুঝি মদ খায়?।

জগ। বুঝি কেন—অঘোরপান্তি এক নিমিষ ঠিক থাকবার যো নেই, দিবা রাত্রি চল্‌চেই চল্‌চেই।

বগ। যে যা বলুক ভাই, উটী সব বাড়িতেই চলিৎ হয়েছে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর কেউ ও দিগ দিয়ে চলে না।

জগ। হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু মার প্রতি ভক্তি ঐ রূপ সব মদ্দোর; আজ কাল তোর ভাতার যেন দু টাকা রোজগার কচ্চো, আগুতে যখন তোর ভেয়ের ভাত খেতো তখন কত লাঞ্ছনা মনে আছেতো, এখন তোর ভাজেরা কিছু কত্যে পারে না তাই, তা না হলে—

বগ। তা না হলে আর কি, শাস্তি যা কত্যে হয় তা সব রকম করেছে, বাকি কি রেখেছে, তুমিতো

তবু ওর মুখ দেখতে পাচ্যো, আমাদের তাকে কত দিন দাদা বাড়ী মাড়াতে দেয় নি, লুকিয়ে লুকিয়ে এক সন্ধে চাট্টি ভাত খেয়ে যেতো। কিন্তু বলতে কি ভাই! সে সময় আমাদের ছোট বউ বোনের মত কাজ করেচে, যেমন কত্যে হয়।

জগ। তোদের বুঝি পালটি ঘর?

বগ। হ্যাঁ, আমার শ্বশুর এ ঘরে বিয়ে দিয়ে একটু কুলে খাটো হলেন কি না, তাই বাবাকে বল্যেন "আমার একটী মেয়ে আছে মশাই, তার গতি কি হবে?" তাতে বাবা বল্যেন "আমার ছেলে আছে, কুলীনের ছেলে, একটা বে আছে, না হয় দুটো হবে, তার আর একটা পরোয়া কি?" তাই দাদার দুটো বিয়ে।

জগ। তা আমরা শুনেছি, তোর দাদার ভাই বিয়ে করবার মন ছিল না, তা তোর বাবার জেদে কাজে কাজেই কত্তে হলো,—তাই বলে কি কষ্ট দেওয়া উচিৎ হয়, বড়র কত গয়না পত্তর, ছোটর তার কিছুই নাই, কুলীনের মেয়ের কপালই ঐ রকম।

বগ। ও কি কুলীন হলেই হয়, আর ছেরেত্তরি হলে হয় না তা নয়, যেমন বরাৎ পূর্ব্ব জন্মের তপিস্যে।

জগ। তাও বটে, আমরা তো আর কুলীন নই, কত পাপ করেছিলুম তাই এ জন্মে এত কষ্ট পাচ্যি—মরুগেগ যা হবার তাই হবে আমাদের তো হাত নয় হরি যা করেন—

বগ। তবে এখন যাই বোন, বেলা গেছে কুটীওলাদের আসবার সময় হয়েছে।

(ভাবিনীর প্রবেশ)

ভাবিনী। দিদি তোকে যে মা ডাকচ্যে, তুই এখানে বসে গল্প কচ্যিস্ দাদারা সব এসেছে, জল খাবার তয়েরি হয় নি, ছোট দাদা ভারি রেগে মাকে মেরে ধরে খুন কচ্যে, ঘটী বাটী ভেঙে একাকার করেচে, তুমি শীগ্‌গির এস এতক্ষণে বাড়ি মাতায় করেচে।

বগ। খুব কসে পিটে দিতে পাল্যেনি যেমন কে তেমন হতো, সেটার যত বয়েস হচ্যে তত বাড়াচ্যে।

ভাবি। ওলো দিদি! আজকে আবার বোয়ের উপর ছেঁও চেপেছে—ছোট দাদা কি কতায় কতায় ওত্‌লোকে মেরেচে তাই এমনি গালাগালি দিলে যে কানে শোনা যায় না, ওত্‌লো একটু আদুরে কি না তাকে মাল্যে আবার তার মার কাচে গিয়ে লাগালে, এমন ছেলেও দেখিনি।

বগ। ঐ! শুনলে ভাই! এখন শেষ হয় নি, দাদা

এলে আর এক চোট হবে, সব বিষ এখন ঝাড়ে নি; এক দিন খোকা চাট্‌টি ওত্‌লোর ঠেঁয়ে মুড়ি নিয়ে খেয়েছিল তা বউ বল্যে "আঃ মাগো টাউ টাউ করে গিল্‌চে, বাছা দুটী মুড়ি খাবে তাও খেতে দেবে না"।

জগ। মাগির চকের পর্‌দা নাই, তোদের যা খুসি বলুগ, ছেলে পিলেকে অমন করে বলে কেমন করে, মাগি কি ডাইনি না কি, যা হক ভাই ভ্যালা বউ পেয়েচিস ব্যানে।

ভাবি। বউ ডাইনীর বাড়া, সে বারে সেই ভারি ব্যামো হয়েছিল মরে গেলে বেশ হতো—যোম কি ওকে একেবারে ভুলে রয়েচে?

বগ। ছি ও কথা বলতে নেই, ও মন্দ আছে ও আছে আমাদের কি, আমরা তাই বলে পরের মরণ চেষ্টা করবো কেন, না ও কথা আর কারো কাছে বলনা, জগদম্বা, তবে এখন চল্যাম ভাই, আবার তখন কাল আসবো বোন। আয় ভাবি আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

জগ। (স্বগত) আমি কি একলা ভুগ্‌চি? সকল ঘরেই এমনি, পরের ভাত খেলেই অপমান হতে হয়, আপনার ঘরে এক সন্ধে শাক ভাত খাওয়া

ভাল, তবু পরের ঘরে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাওয়া কিছু নয়, কি করি, যত দিন বুড়ো মা টা বেঁচে আছে তত দিন এমনি করেই যাক (চিন্তা করিয়া) যাই এখন ঘরের পাট করিগে বউ আবার মুখঝামটা দেবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ভগবতীর প্রবেশ)

ভগবতী। (সক্রোধে) তাইতো মাগি কোথায় গেলো, কেবল কুঁড়ে পাথর খাবেন, আর আমি তার কাজ করবো, আ মলো যা, কল্লা হারাম্‌জাদী যানে না কে খাওয়াচ্যে, কার খেয়ে মানুষ, সোয়াগী, আঁটকুড়ী, গতরের মাথাখাগি, রাঁড়ী, খানকি, তার ভালোর মাথা খাই, এখনি খ্যাঙরা মাত্যে মাত্যে দূর করে দোবো। হুঁ! জানেনা কতকগুলো কুপুষ্যি পুসেচে আজ আসুক না, দেখবো এখন, হয় আমি জীব না হয় সুব তাড়াব, নেয়ের কুকুর পাতে ভোজে বটে?

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। মাঠাক্‌রুণ কি বক্‌চেন, কর্ত্তা মশাই অনেক্ষণ এসে বসে রয়েচেন যে, আমি বাসন মাজছিলুম, পা ধোবার জল দেয় এমন একটী লোক নাই।

ভগ। আঁ্যা সে এসেছে, আস্থুগ্যে আমি কি তার দাসি-বৃত্তি করবো, পোড়া কপাল আর কি, গুষ্টি শুদ্ধ হোড়ে পোড়ে খাবেন, আমি খেটে খেটে মরবো।

দাসী। কই মাঠাক্‌রুণ তোমাকেত এমন কিছু বেসি খাটতে হয় না, তবে এই আপনার গা ধোয়া, কাপড় ছাড়া, খাওয়া, নাওয়া, আপনার এ ছাড়াত আর কিছু কত্তে হয় না।

ভগ। তা ছাড়া আর ভাতারের মাগ কি করে থাকে, যা যা আর বকিস নি তুই আপনার কাজে যা।

দাসী। মাঠাক্‌রুণ রাগ করেন কেন? আমি গরিব আমার উপর রাগ করবেন না।

ভগ। না রাগ করিনে (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোর যেমন কথা! তুই ওদের মনে করিস সহজ লোক মুখ বুজে থাকে পেটে পেটে হারাম্‌জাদ্‌কী, আমি ওদের হাড় মাস খেয়ে তবে ছাড়বো। এই দাদার কাছে সয়াল কত্তে যায় ও কি আমার তেমনি, এত কাঁদে কাটে কখন কান দেয়

দাসী। তা বটে মাঠাকৃরুণ সত্যি বলতে কি, বাবু তোমাকে কিন্তু যথাত্ত ভাল বাসেন, আমি অনেক বাড়ী বেড়িয়েচি এমন কোথায়ও দেখিনি, দত্তদের বাড়ীর সব পুরুষেরা মাগেদের গায়ে হাত তুলেতো, আর বেসি কি বলবো।

ভগ। আমার গায়ে ও হাত তুলবে? সময়ে সময়ে ও হাত তোলা খেয়েযায়, ভাল বাসলে হবে কি ও অজবুক, আমি পই পই করে বলি যে খরচ কমাও, আপনার পরিবারকে সুখে রাখবার জন্যে ত রোজ্‌গার করা, তবে মাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, ভাই বোন ভগ্নিপোত ভাগনে ভাগ্নী, আজ কাল এদের কে কোথায় খেতে পত্যে দেয়, যে যার আপনার করে খাক, কেমন আমি মন্দ বলেচি?

দাসী। মাঠাক্‌রুণ দশ জনকে প্রতিপালন কত্যে পাল্যেইত ভাল।

ভগ। আ মলো, মাগী বুঝি ওদের দিকে, যা যা, তুই এখন তোর কাজ করগে যা আমাকে তোর নীতি সেখাতে হবে না, আমার চেয়ে কিছু তুমি জেয়াদা বুদ্ধিধর, না? তা হলে তোমাকে দাসিগিরি কত্যে হতো না।

দাসী। মাঠাক্‌রুণ ধনের গৌরব করবেন না, আমিও এক দিন গেরস্তের বউ ছিলুম এখন দেখনী তোমার পাত কুড়ুচ্যি, পরমেশ্বর কখন কারে

কি রকম রাখেন কিছু বলা যায় না, কাকেও এক দণ্ডে রাজা কচ্যেন আবার তেখনি পথের ভিকারি কচ্যেন, আমার যদি সে বেঁচে থাক্‌ত তা হলে কি আমার এমন দশা।

ভগ। আরে মাগী ভাতার ভাতার করে গেলো।

দাসী। মাঠাক্‌রুণ ভাতার সকলকার সমান।

ভগ। হাঁ হাঁ তুই এখন যা আপনার কাজ করগে যা, না হয় বলে কয়ে তোর একটা বে দেওয়া যাবে।

দাসী। মাঠাক্‌রুণ দাদা ঠাকুরের কি উপায় কল্যোন তিনি কি জল টল খেতে পাবেন না ?

ভগ। খুসি পড়ে সে এখানে আসবে এখন, কেন, আমি কেন করবো, তার বোনেরা কোথা গেল এসে থেতুগ না।

দাসী। তবে কি দিদি ঠাক্‌রুণকে ডেকে দোব ? তিনি ও ঘরে রয়েচেন।

ভগ। না, না, তোর এত মাথা ব্যাথা দায় পড়ে নি।

দাসী। তবে মাঠাক্‌রুণ আমি পাট করিগে অনেক কাজ ফেলে এয়েচি (নেপথ্যে গলা খাঁকারি) ঐ বুঝি দাদা ঠাকুর আস্‌চেন, আমি যাই। বামুন ঠাকুরের কথা মনে আছে ত।

[প্রস্থান।

(বিনোদ বাবুর প্রবেশ)

বিনোদ। এখানে চুপ্‌করে বসে যে, আমি আজ একটু সকাল সকাল এসেছি, কেমন শরীর অসুখ অসুখ কচ্চে, যে উত্তাপ প্রাণটা আই ঢাই কচ্চে।

ভগ। আমার ত আর কোন জন্মে সুখ হল না, চির কালটা কষ্টেই গেল।

বিনো। তোমার আবার কষ্ট কি !

ভগ। মাথার উপর লোক থাকলেই কষ্ট। ওরা আমার ভাল দেখতে পারে না, ব্রত নেম যদি কত্তে যাই, ওদের চোক্‌টাটায় আমার ভাল জ্বালা হয়েচে।

বিনো। আহা ! কেন ওদের দোষ দাও, ওদের কেউ নাই, তুমি হাত তুলে দিলে তবে খেতে পাবে, তোমার হাতে ওদের প্রাণ বল্লেই হয়, তুমি মাত্তে পার রাখতে পার, কোন কটু বলো না, ওরা দুকথা বল্লে সয়ে থাকবে, মনে মনে যা থাকুক, ওরা তোমার খাচ্চে তুমি ওদের খাও-য়াচ্চো তোমাকে সব সইতে হয়। আমিতো তোমা ছাড়া নই।

ভগ। তা হলে কি হয়, ওরা মনে করে কি যদ্দিন মা বেঁচে আছে তদ্দিন আপনার জোরে খাচ্চি; আপনার ভাতার হলেও এত জোর কত্তে পারে না। সে দিন, সে দিন সেই মী তোমাকে কি বলে ছিলেন তা মনে আছে ত ?

বিনো। তোমার মুখে শুনে আমার মার উপর একটু ভক্তি নাই, তুমি যে কালে বল্লে অবশ্যই সত্য হবে,—আমি ও তাঁর কোন তদন্ত করিনে।

ভগ। আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

বিনো। বিশ্বাস যোগ্য কথাই যে। এই ত একবার নয়, আমি বিশ বার শুনেছি, তুমি যে আমার কাছে মিথ্যে বলবে তা কখনই নয়।

ভগ। (স্বগত) যা হোগ একটা বিষয়ে সিদ্ধ হয়েছি, মাগি যদি রাগ করে কোথাও চলে যায় তবে আর কাকে ভয় করি, ওদের হাতে মালা দিয়ে তাড়াবো (প্রকাশে) ঠাকুরুণ নাকি কাশী যাবেন?

বিনো। কে জানে, উনিই জানেন, যানতো ওঁর পক্ষে ভাল হয়, মা কিছু এক চোকী, শ্যামাকে যত ভাল বাসেন, আমাকে তার এক গুণও নয়।

ভগ। তাকি তুমি জান না? অমনত আর দুটী নাই, মায়ে কি এমন করে, এই আমার মা সকলকে সমান দেখেন, বিশেষ তোমাকে কিছু বেসি ভাল বাসেন, তোমার কত সুখ্যেত করেন, বলেন "বিইয়ে যেমন পাঁচটা পেয়েছি" তেমনি তোমার নাম করে তোমোকে "কুড়িয়ে পেয়েছি"।

বিনো। অনেক দিন তাঁকে দেখিনি, একবার দেখতে যেতে হবে, রোজ রোজ খপর পাই।

ভগ। তবুও একবার গেলে কেমন হয়, কত যে সুখী হন তা কি বল্‌বো, যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গের চাঁদ পান, আচ্ছা তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসাকোর দেখি, তিনি কি বলেন কুপুষ্যি পোষা ভাল কি মন্দ।

বিনো। তুমি যা বলচো আমি বুঝিচি, তবে কি জান আমি লোকাপবাদটা বেসি ডরাই, আপনা হতে কিছু কত্তে পারবনা, তবে তুমি যে রকম বল্‌চো—ওদের আর বিস্তর দিন নয়, আপনা আপনি পথ দেখতে হবে।

ভগ। যা আচে আমার কপালে হবে! তুমি ত বেরিয়ে যাও, আমার এক দণ্ড সুস্থির থাকিবার যো নাই, অনেক ক্ষণ এসেছ, ক্লেশ হয়েচে, পা ধোয়া হয়েছে কি?

বিনো। না এখন হয়নি, তুমি হাতে করে না দিলে আমার কিছুতে তৃপ্তি হয় না, চল তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ বাবুর বৈঠক খানা।

(বিষ্ণু বাবুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। (স্বগত) উঃ! বাটীর ভিতর আজ কিসের কোলাহল হচ্চে, গৃহের মধ্যে চোর প্রবেশ করে নাই ত, কি ছেলেদের কোন ব্যায়ারাম হয় নাই ত, বৈঠক খানায় কাহাকেও দেখিতেছি না। অনেক দিবসের পর বাটী হইতে আইলাম, মনে করিলাম বিনোদ বাবু আমার পরম হিতৈষী, বিশেষতঃ আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাই বাবুজীর কাছে অগ্রে আসিলাম তা এখানে কি বিপদ উপস্থিত কিছুই অনুভব করিতে পারি না; কাহাকেই বা ডাকি, সে চাকরটার নাম কি, দুরহগ্‌গে ছাই নামটা মনে আসিছে না, উঃ! ক্রমে ক্রমে যে বৃদ্ধি হতে লাগল, একিঃ! খেঁঙরা, বেটার মাথা; মেয়েলি বিবাদ নাকি, বিনোদ বাবুরও গলার শব্দ শুন্তে পাচ্ছি, তিনিও কি খেপেছেন নাকি; হ্যাঁ, হোতে পারে, অনেক দিন হল শুনেছিলাম বিনোদ বাবুর পরিবার অতিশয় মুখরা, তবে তাই হবে।

বিনোদ বাবুর চরিত্র এদিকে সর্ব্ব প্রকারে উত্তম, কিন্তু এটি মহত দোষ, স্ত্রীর কথা শুনে মাকে সাতিশয় ক্লেশ দেন। আমার স্ত্রী মায়ের নামে কত কথা বলে, অমি ত তাতে কান দিই না, তাহলে কি সংসার চলে, মাতা আমাদের পূজ্যা, তাঁর মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত, যারা দেয় তাদের কি নরকেও স্থান আছে; বিনোদ বাবু অত্যন্ত স্ত্রৈণ, এত বুঝিয়েছি কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। আজ মনে করে এলেম কিছু লয়ে যাব তা এমনি অদৃষ্ট যে রিক্ত হস্তে ফিরে যেতে হল, পরমেশ্বর অনুকূল না হলে কেহই দিতে পারে না, উঃ ও কি! মারা ম্মারি নাকি, ক্রোন্দনের ধ্বনি শুনা যাচ্যে যে, কি পাপ, কি অসুভক্ষণে বেরিয়ে ছিলাম, আমারই কপালে এরূপ ঘটলো নাকি, সংসারাশ্রম কেবল কষ্ট দায়ক মাত্র, সুখ নাই, দূরহোগ্ ছাই, একটু নিস্তব্ধ হোগ্‌না, আমি কাহাকেই বা ডাকি (প্রকাশে) কে বাড়ীতে আছ গা ?

(নেপথ্যে) আপনি কে বটেন।

আঃ বাঁচলেম, লোকের উত্তর পেলেম, ওগো আমি বিষ্ণু, তোমাদের বাবুকে আমার নাম করে একবার খপর দাও।

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। মোশাই আপনার আগমন হয়েছে, বাড়ী হতে কবে এলেন।

বিষ্ণু। বাপু আজ এসেছি, তোমার বাবু কি কচ্ছেন, একবার ডেকে দাও দেখি।

সোনা। মোশাই তিনি যে কোঁদোল নিয়ে পড়েছেন, এখন এক মাস আসতে পারবেন না।

বিষ্ণু। এখন একটু ঝকড়াটা থেমেছে না? তুমি এই বেলা যাও, গিয়ে আমার নাম করে বল তিনি এসেছেন।

সোনা। বাবু হয় ত এতক্ষণ শুয়েছেন, আর মোশাই আপনাকে দুঃখের কথা কি বলব, দিদি ঠাকরুণের মাথা দিয়ে প্রায় এক সের রক্ত বেরিয়েছে।

বিষ্ণু। এঃ! রক্তপাত, ও বাবা তবে আমি চল্লেম, আমি কিছু জানি না (সসব্যস্তে) এঃ! আমি কোথায় যাব।

সোনা। মোশাই ভয় নাই, ছোট বাবু পাহারাওলা ডাক্‌তে গিচ্‌লেন, তা পাঁচ জন এসে থামিয়ে দিয়েছে। বলব কি এ বাড়িতে আর সুখ নেই।

বিষ্ণু। সে ভাল হয়েছে, তা তোমায় বাবুকে বোল আমি এসে ছিলেম, আর এক দিন এসে দেখা করব,

এখানে মিথ্যা বসে থাকবার প্রয়োজন নাই, তুমি বোল, ভুল না।

সোনা। আচ্ছা মোশাই, আমি ও ঘরে চাবি দিই, তামাক খাবেন না?

বিষ্ণু। না, আর খাব না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চতুষ্পাটী।

গণেশদেব ভট্টাচার্য্যের নিদ্রাভঙ্গ।

গণেশ। (স্বগত) পুণ্যশ্লোকো নলরাজ। পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকশ্চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ।।

আজ অধিক ক্ষণ নিদ্রাবস্থায় ছিলাম, আমার প্রায় এত বেলা হয় না, কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণ বল্লেই হয়, কি কষ্ট, বসন্ত কালের প্রারম্ভেই এত গ্রীষ্ম, সময়ে কি হবে!—আহা বসন্ত কালে পৃথিবী কি রমণীয় শোভা ধারণ করে, বৃক্ষ সকল নব নব পল্লবে সুশোভিত, চারি দিক্ সুগন্ধি পুষ্পে সুবাসিত, পূর্ণ শশী রজনী বিহারে মলিন হয়ে উহার মহিষীর অরি ধ্বান্ত-হরের দর্শন ভয়ে ভীত হয়ে রত্নাকর গর্ব্ভে লুক্কায়িত হইতেছেন।—আহা! আমার প্রেয়সী এতক্ষণ কি করিতেছেন, বিদায় কালে প্রিয়া হস্ত ধারণ করিয়া সজল নয়নে করুণ স্বরে বলিলেন, প্রাণ-

নাথ এ অধিনীকে ভুলনা। আমি কি তাহাকে কখন ভুলিতে পারি, যিনি আপনার স্বামী পরিত্যাগ করে আমাতে অনুরক্তা হয়েছেন, তাঁহাকে কি প্রাণান্তেও ভুলিব! এ বসন্ত সময় প্রিয়ার বিচ্ছেদ কি সহ্য হয়! স্ত্রীর প্রেমালাপ সাতিশয় সুখোৎপাদক বটে, কিন্তু এরূপ রূপবতী কুল কামিনীর সহিত সম্ভোগ করে কোন্ ব্যক্তির স্ত্রী সম্ভোগে ইচ্ছা হয়! আবশ্যকইবা কি! পুনর্ব্বার পরিণয় করা সংসারে জড়ীভূত হয়ে থাকা মাত্র। বোধ করি কল্য রাত্রের বিবরণ কেহই অবগত হয় নাই, তিনি খুব চতুরা, অদ্যকার রজনী কল্যে প্রায় কি যাপন করিতে পারিব! দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেই কি প্রিয়ার মুখাবলোকন করিতে পারিব! গত রজনী বা কি সুখেই অবসান হয়েছে! এই রূপে চিরকাল অতিবাহিত করিতে পারিলেই পরম সুখী হওয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা বলেন, এ সংসার অনিত্য, তা যথার্থ, কিন্তু তাই বলে যত দিন জীবিত থাকা যায়, তত দিন অধরামৃত পানে কি বিরত থাকা উচিত! দুর্গা, দুর্গা, এখন আজ আহারাদির ব্যবস্থা কোথায় হয়, অদ্য কি বার, তিথিই বা কি, (প্রকাশে) দুর্গা, দুর্গা, (গাত্রোত্থান) কে ও।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ওহে ভট্‌চাজ্‌ আজ তোমাকে মাঠাকুরুণ খেতে বলেছেন।

গণে। এঁঃ বলিস কি! আঃ তোর বেটা এসে হোগ, তুই যার নাই, তার কেউ নাই।

দাসী। আঃ মলো মড়ুইপোড়া বামুন, "বেটা এসে হোগ কি!" তুই যেন বার বছরের কোলের মাগকে আশীর্ব্বাদ কল্লি যে, কেন তুই কি আমার ?—

গণে। আমি তোমাদের বই আর কার, তুমি যে রসিক লোক আড় নয়নে চাইলেই চিত্তির, ও কায়দায় পড়লেই গুড়ের মাছি।

দাসী। হেঁরে ভট্‌চার্য্যি বিছেনা থেকে উঠে যে বড় সয়াল কচ্ছিলি? দুর্গা, দুর্গা, আঃ! ঠাঠ দেখে আর বাঁচিনা।

গণে। কি জানিস, কখন কে আসে, আপনার বৃত্তির মান বাঁচিয়ে চলি। বিনোদ কাল কত রাত্রে এল, ও ভাই একটা বড় জ্বালা—গেলেম আহ্লাদ আমোদ কল্লেম, আপন ইচ্ছামত দুদণ্ড বস্‌লেম, তা নয় "ঐ কে আসচে, কার পার শব্দ পাচ্ছি" তা হলে কি প্রেম করা চলে।

দাসী। যা রে যা, এতদিন ত বুকে হাত দিয়ে কাটাতিস

আমি যাই ছিলুম তাই সিন তোর একলা শোয়া ঘুচল, তাই সিন তোর গতি হল ।

গণে । তাই জন্যে ত তোকে বল্লেম, তুই যার নাই, তার কেউ নাই ।

দাসী । মাঠাক্রুণ একটা কল ঠাউরেছেন, তা কত্তে পাল্লেই বড় বেশ হয়, সে আমারি মন্ত্রণা, আমি পরামর্শ এঁটে সেঁটে ঠিক্ করে রেখেছি ।

গণে । কি কল ভাই বল না, আমার মাথা খাও বল, তোতে আমাতে ত ভিন্ন ভাব নয়, বিশেষতঃ তোর অনুগ্রহতে এ কাজ হয়েছে, তুই মূল ।

দাসী । দেখ এমন কল যেন বিকল করোনা ।

গণে । আরে খেপেছ নাকি, আমা থেকে কোন কথা প্রকাশ পায়? ভাল যুক্তি হলেই আমারি ভাল, কি ! বেরিয়ে আসবে নাকি ! না ভাই বেশ্যালয়ে গমন কর্ত্তে পারব না, এ অতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ ।

দাসী । আ মুখে আগুণ, তাই কি তোকে আমি বল্ছি । আঁটকুড়ির পুত, কি শাস্ত্রই মানেন ।

গণে । না এতে দোষ নাই, ইহা স্পষ্ট কথিত আছে উপযাচিকা স্ত্রীকে অবশ্যই রতি প্রদান করিবে ।

দাসী । আমাদের মাঠাক্রুণ তোর কাছে যেচে এয়েছিল, না?

গণে । না না তা নয় তা নয় আমি কি তাই বল্লেম, এখন কি যুক্তি স্থির করেছেন বল ।

দাসী। পথে এসো, ও সব কথা মুখে আনবেত মেয়ে নাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দেব, আমার কাছে যা বল্লি তা বল্লি।

গণে। আরে না তোকে একটা রহস্য কল্লাম, বাঙ্গালির সব শাস্ত্র মিথ্যা, তুমি উপায় কি করেছ বল।

দাসী। তবে বলি শোন, মাঠাক্রুণ বলেন কি, না, মাঠাক্রুণ বলেন নাই, আমি কলটা আঁটলুম, যদি কত্তা বাবুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা যায়, তা হলে মাঠাকরুণ আর তুমি দিব্যি দুজনে একলা সুখে থাকবে।

গণে। হেঁ, হেঁ, দিব্য উপায় হয়েছে, মেয়ে মানুষের বুদ্ধি না হলে কি বুদ্ধি, আরে বাঃ! দাসী তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে, মায়েও পুত্রের এত হিত চিন্তা করে না।

দাসী। বামুন গালাগালি দিসনে, যানিসনে আমার সঙ্গে তোর কি সুবাদ।

গণে। ওঁ বিষ্ণু! সকল কথা স্মরণ থাকে না, আমি কুভাবে বলি নাই। যা বল্লে তা কত দিনে শেষ হবে।

দাসী। দু চার দিনের মধ্যেই হবে, তার ভয় কি, তুমি তবে যেও আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

গণে। (স্বগত) যুক্তি করেছে ভাল এখন কার্য্য সিদ্ধ হলে হয়, বিনোদ ত ভোঁমা রাম, গিন্নি ছুট কথা মিষ্ট বলে যা দেবে তাই খাবে এখন, বোধ হচ্ছে যে কটা দিন বাঁচব সুখেই যাবে, আমার পিতা মাতার অনেক পুন্য বল তাই এমন বুদ্ধি বেরিয়েছে। যথার্থ প্রণয় এরেই বলে, আমার জন্যে কি না কচ্ছেন, যখন যা চাই তাই পাই, ভাল জিনিসটি ঘরে এলে আমাকে অগ্রে অর্দ্ধেক পাটয়ে দেন, আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে বাঁচেন না, আমি যে তার কি সুনয়নে পড়েছি তা বলতে পারি না, রতিপতি এই প্রণয় চিরস্থায়ী করুণ। বেলা হল যাই আবার নিমন্ত্রণ আছে সকাল সকাল যেতে হবে, ছদণ্ড বসে কথা বাত্রা কৈইতে হবে কিনা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাম বসুর অন্তঃপুর।

(ভগবতীর উপবেশন)

ভগবতী। (স্বগত) দাসী এখন আসছে না কেন, কোন্ ভোরে গেছে এত খানি বেলা হলো তবুও দেখা নাই, মাগি বড় ভাল নয়, ওকে আমার বিশ্বাস হয় না, হয়ত তাঁর সঙ্গে মিশে গেছে, না, সে রকম লোক সে নয়, তবে ছিনাল বটে, আমার উপরে উপর পড়া হবে না! মাগি কিন্তু খুব চতুরা এত দূর পর্য্যন্ত হয়েছে তবু পিঁপড়েটি অবধি টের পায় নাই, কত দিন দিনের বেলা যাওয়া আসা হয়েছে। আহা বামুনঠাকুর কি অমায়িক লোক! ওঁকে পেয়ে যে কি সুখে আছি তা বলতে পারি না। দাসী কল্লে কি, এখন যে দেখা নাই আসবেন কি না, কিছু জান্তে পাল্লুম না যে, না আসবেন বৈই কি যখুনি বলে পাটিয়েছি তখুনি এসেছেন, আমার কথা কখন ঠেল্লেন নি, (দাসীকে দেখিয়া প্রকাশে) আঃ এসেছিস বাঁচলুম বামুনঠাকুরের সঙ্গে এতক্ষণ কি কচ্ছিলি? সুয়ে ছিলি নাকি।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। মাঠাকরুণের যেমন কথা আমি কি তা পারি। ভট্‌চার্য্যির কাছে গেলেই ত অমনি, অল্পে ছাড়ে না, এ কথা সে কথা—

ভগ। তার পর আসবেন ত।

দাসী। হেঁ আসবে না, নাএলে তাঁর বাপের বাঁচা আছে, আমার কথা নামঞ্জুর কল্লে টিকী কেটে দেব না।

ভগ। আহা অমন কথা বলিসনে, তিনি অতি নিরীহ ভাল মানুষ, মুখে বাক্কিটি নেই, তাঁকে সে কথা বলেচিস ত?

দাসী। হেঁ বলেছি বৈকি।

ভগ। তিনি কি বল্লেন আমার নাম করে বলেছিস ত?

দাসী। হেঁ তা বলেছি বৈকি, তিনি বল্লেন, বেস যুক্তি হয়েছে এখন কোন রকমে যোয়ে যায়ে সিদ্ধি হলে হয়, তার মনটা খুব খুসি দেখ্‌লুম।

ভগ। তা হবেন বৈকি আমার সুখে তিনি সুখী হবেন না, আমা ছাড়া ত তিনি নন, এক মন, এক প্রাণ, এক সব, এই বারে থাকা পর্য্যন্ত এক সঙ্গে হবে, এক তিল ছাড়া হবে না। যে আমার চারি দিকে শত্রু, ওদের ঝাড়ি ছাড়াতে না পাল্লে সুখ নাই, এই বারে তা হবে।

দাসী। হেঁ তা বই কি এখন তুমি একটুক বুদ্ধি খেলতে পাল্লেই হয়।

ভগ। আমাকে কিছু সেখাতে হবে না, আমার বাপের বাড়ীর দেশে ঠিক এ রকম একটি ঘটনা হয়, সে বামুনের মেয়ে, এমনি নুকিয়ে নুকিয়ে কাজ শেষ কল্লে, শিবের বাবাও টের পেলে না, দেখি-সনা আমিও ঠিক সেই পন্থা করব।

দাসী। যা হোগ তোমার ভাল হলেই আমার ভাল, আমাকে এক ছড়া সোনার দানা গড়িয়ে দিতে হবে, এক প্রকার বলতে গেলে আমা হতে সব হয়েছে।

ভগ। হ্যাঁ তা দেব, তোকে দেব না, আমার হাতে টাকা কড়ি আসবে তুই যা চাইবি তাই দেব, তোর মন্ত্রণায় এ বুদ্ধি বেরিয়েছে তুই আমাকে চিরকালের জন্য কিনে রেখে দিলি, মল পরিস ত এই নে। (মল প্রদান)

দাসী। দিলে মাঠাক্রুণ নিলুম, কিন্তু এখন পত্তে পারব না, যখন তুমি স্বয়ং গিন্নি হবে মল পরে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকব এখন তা হলে লোকে ঠাট্টা করবে, তোমাদের অন্নে প্রতিপালন তোমরা না দিলে কে দেবে, এই আমার নাক টাকা, চল বেলা অনেক হয়েছে খাবাদাবার উর্জ্জুগ করবে তিনি সকাল সকাল আসবেন।

ভগ। তবে চল, বাজারের বেলা হয়েছে ঘরে কি কি আছে দেখিগে, আজ তবে খোকাকে ঘরের দুদ দিস্‌নে। আমার শত্রুরা সব কোথা? আমাকে কেউ চিনতে পারে! কেমন পাকা মেয়ে আমি।

দাসী। (স্বগত) আন্ মাগীর আন্ চিন্তে দো মাগীর ভাতারের চিন্তে। এ বাড়ীটি বেশ, কেউ বা পূজো কচ্চেন, কেউ বা পরের ভাবনা ভাবচেন। এদের গিন্নিত ভাল মানুষ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাম বসুর অন্তঃপুর।

মনোরমার ও চার্‌টী কন্যার উপবেশন।

(শৈল, গোলাপী, বিধুমুখী, ও তরঙ্গিনী)

মনোরমা। শৈল, তোর কত দূর শেখা হল লো? সেই অব্দি বিড়্ বিড়্ করে বক্‌ছিস, তবুও শেষ কত্তে পাল্লি না, মন্ত্রের খেই হারিয়েচিস বুঝি?

শৈল। না বৌ দিদি আমি এক বারে তুঁস তুঁসলী সুদ্দ বলছি, ভুলব কেন? আমি অমন গোলাপীর মতন নই, এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গোলাপী। কেন লা আমি বুঝি ভুলে যাই, এই ত সেঁজুতি আপনি করি, কই আমাকে কি কেউ বলে দেয়, হেঁ আপনি করি না?

বিধুমুখী। উটি শৈলর গাজুরী কথা, গোলাপ দু বার শুন্‌লেই শেখে, যম পুকুর কত্তে এক দিনে শিখে ছিল; সেঁজুতি কত্তে প্রায় একলা পারে, আর বাকিটে কি তুঁস তুঁসলী হলেই হয়।

তরঙ্গিনী। ওলো শৈল (গাত্রে হস্ত দিয়া) উনি ওর দিকে, খোসামুদী এক জাতই আলাদা, গোলাপ:

দের বাড়ী এয়েছে কি না, তাই ওর হয়ে বলছে, কেমন গায়ে পড়ে ঝগড়া করা স্বভাব, কিছুতেই ঘোচেনা।

মনো। তোমরা এমনি করে ঝগড়া বাধাবে বুঝি, তোমাদের কাহারও কোন কথায় থেকে আবশ্যক নাই, যে যার আপনার কায কর, আচ্ছা শৈল বল দেখি "অরুণদ্ধুতী প্রজাপতি এই কল্লেকি হয়"?

শৈল। সাত ভায়ের বোন হয়, বাপ রাজা ভাই পাত্র স্বামীর মাথায় সোনার ছত্র—

মনো। তার পর অমন করে চুপ করে রইলে যে? বল না, আচ্ছা গোলাপ বল।

গোলা। দাস দাসী গো মহিষী গিদ্দে আসে পাসে, রূপ যৌবন সদাই দেখে স্বামী ভাল বাসে।

মনো। বেস, বিধু বল দেখি "ঢেঁকি পড়ন্ত"?

বিধু। ঢেঁকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত, কাল পুতে, মোটা ভাতে, জন্ম যায় যেন এয়েস্ত্রীতে, ঠেঁটিলো কর্‌কটী, তোর সো আটে ঘাটে, আমার সো সোনার খাটে।

তর। বাঃ তাই বুঝি, না ঢেঁটী লো কর্‌কটী তোর সো হাটে ঘাটে, আমার সো সোনার খাটে।

বিধু। হেঁ হেঁ নে নে, আমিও ঐ রকম বল্লেছিলুম তুই শুন্‌তে পাস্‌নে তা কি হবে? তুইও যার কাছে শিখেছিস্, আমিও তার কাছে শিখিছি।

গোলা। এখন আমি জিজ্ঞেসা করব কি? আমার অনেক শিখতে বাকি।

মনো। বাকিত বল না।

গোলা। হেঁ, কড়ি কড়ি কড়ি, আমি ভাতার নিয়ে সুয়ে থাকি, সতিন দিগ গলায় দড়ি; মান মান মান, সতিনের হোগ বোঁচা কাণ; শাঁক শাঁক শাঁক, সতিনের হোগ খাঁদা নাক; বেল বেল বেল, সতিন দিগ আমার পায়ে তেল; আলো আলো আলো, আমি হই সুন্দরী সতিন হোগ কাল; ডালা ডালা ডালা, সতিন হোগ কালা; অসৎ কেটে বসৎ করি, সতিন কেটে আলতা পরি।

শৈল। আমার ভাই গোটা কতক বাকি আছে—আমি পূজো করি পিটিলির শাঁখা আমার হোগ রাম লক্ষ্মণ দু ভাই শাঁখা। আমি পূজো করি পিটি-লির নো, আমার হোগ খয়ে নো; আমি পূজো করি পিটিলির নথ, আমার হোগ গজ মুক্তার নথ; তার পর কুঁচ কুঁচতি কুঁচুই বন, কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ, ধান চাল টাকা কড়ি মাপতে এতক্ষণ, অমি ভাই সব শিখিছি।

মনো। আর গোটা কত বেশি বলে দি তোমরা মন-যোগ দিয়ে শোন, আক আক আঁক সতিনের হোগ মাথায় টাক। বঁটি বঁটি বঁটি, সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি; আবা আবা আবা, আমি

হই সেয়না সতিন হোগ হাবা ; হাতি হাতি হাতি, আমি খাই ক্ষীর ছানা সতিন খাগ নাতি ; হাতা হাতা হাতা, খাই সতিনের মাথা ; নোনা নোনা নোনা, সতিন হোগ কানা ; গাড়ি গাড়ি গাড়ি, আমি হই জন্ম এয়েস্ত্রী সতিন হোগ রাঁড়ী ; তোমাদের সকলকার হয়েছে তবে পোষ মাস বল দেখি।

সকলে। তুঁস, তুঁসলী কাঁদে ছাতি, বাপ মার ধন মাতা মাতী, সোয়ামীর ধন নিজপতি, তুঁসলী গো ভাই, তোমার প্রসাদে আমরা ছোবড়ি ছটা খাই। ঘর করব নগরে, মরব গিয়ে সাগরে, জন্মাব উত্তম ব্রাহ্মণের ঘরে।

মনো। এই বোলে সকলকে নমস্কার কত্তে হয়, পিটিলীর আঁক সব হাত দিয়ে মুছতে হয়, দুর্ব্ব গুণ জড় কত্তে হয়, গোবরের ডেলা হাঁড়ির ভিতরে পুত্তে হয়। (নেপথ্যে পদ শব্দ)

গোলা। ঐ বুঝি ছোট মামা আসছেন চল ভাই, আমরা সকলে বেরিয়ে যাই।

[মনোরমা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

(শ্যামের প্রবেশ)

শ্যাম। এতক্ষণ মেয়েদের নিয়ে বুঝি নেক্‌রা কচ্ছিলে, ওরা সব পড়ে নাকি ?

মনো। না ! পড়ে কোথায়, এখানে সব সেঁজুতি, তুঁস, তুঁসলী শিখতে এসেছিল।

শ্যাম। কেন তুমি উৎযোগী হয়ে পড়াতে পার না ?

মনো। তুমিও যেমন, ওরা আবার পড়বে, এক এক রত্তি মেয়ে আমি পড়ি বলে কত তামাসা ফষ্টি করে, ওদের মনে বিশ্বাস আছে, স্ত্রীলোকে লেখা পড়া কল্লে বিধবা হয়, আর ওদেরি বা দোষ কি যেমন উপদেশ পায়।

শ্যাম। তোমার "কাদম্বরী" নাটক পড়া শেষ হয়েছে।

মনো। হ্যাঁ প্রায় হলো, তোমার হাতে ও কি বই রয়েছে।

শ্যাম। এই খানি "দুর্গেশ নন্দিনী" এই খানি "নবীন তপস্বিনী" আর এই খানি "উর্ব্বশী নাটক"।

মনো। এ তিন খানি তুমি সমস্ত পড়েছ, কোন খানি কি রূপ।

শ্যাম। এই "দুর্গেশ নন্দিনী" এ সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট, কিন্তু স্থানে স্থানে ইংরাজি ভাব ব্যবহার করাতে দোষ জন্মিয়াছে, আর প্রণয় যে পরম পদার্থ গ্রন্থকার তাহার আস্বাদ পান নাই, "নবীন তপস্বিনী" আমি মনে করিয়াছিলাম

অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে, কারণ লেখক যে রূপ "নীল দর্পণে" আপনার গুণ প্রকাশ করেছেন, তাহা নাটকে অভাব, কিন্তু এ পুস্তকে তত—তত কেন—! তার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে পারেন নাই, ইনি অতি রসিক পুরুষ বটেন, কিন্তু প্রণয় পক্ষে মত্ত হস্তীর ন্যায়, যুবতী কামিনী পেলেই অমনি গড়িয়ে পড়েন, এই খানি স্ত্রীলোক কৃত ইহার দোষ গুণ বলিবার কোন আবশ্যক নাই, বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীলোক কৃত দুই তিনি খানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, এতে তোমার মত অবগত না হয়ে কোন কথায় প্রয়োজন নাই।

মনো। আচ্ছা দাও তবে আমাকে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক পাঠ কত্তে হবে (পুস্তক গ্রহণ)।

শ্যাম। আমার মন কাল অবধি এমনি বিচলিত হয়েছে তা কি পর্য্যন্ত বলিব, কিছুই ভাল লাগে না, এক একবার মনে হয় পাঠ্য দশা ত্যাগ করে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করি, আবার মনে হয় দূর হোগ হেলায় হারাব, যত দিন সুবিধা না হয় তত দিন মাটি কামড়ে পড়ে পড়ে সহ্য করি।

মনো। সেই ত সৎ পরামর্শ, আর এক বৎসর হলেই আপনার ভার আপনি নিতে পারবে, কেন মিছে সামান্য বিষয়ের জন্যে আপনার পারে

আপনি কুড়ুল মারবে, অপর লোক ত নয় আপ-
নার ভাই—সহোদর ভাই, তিনি যা বলেন তা
সব সহ্য করা উচিত, আজ দুটো কটু বল্লেন
আবার আদর করবেন, এমন যার সঙ্গে সম্বন্ধ,
তার উপর রাগ করা অতি মূর্খের কার্য্য।

শ্যাম। অবশেষে প্রিয়া আমায় মূর্খ বল্লে,—তুমি স্ত্রী
জাতি তোমার সহ্য গুণ আমা অপেক্ষা অধিক,
আমি অল্পে ক্রুদ্ধ হই বটে, কিন্তু সে রূপ
ব্যবহারে কার মন নরম থাকে।

মনো। তুমি যা বলচ তা যথার্থ বটে, কিন্তু কি করবে,
তুমি স্বয়ং কর্ত্তা নও, যত দিন ওঁদের খেতে
পত্তে হবে, তত দিন যা বলবেন সব সয়ে থাকতে
হবে, এতে উত্তর কত্তে গেলে লোকে দুষ্য
ভাববে, নিন্দাও করবে, তারা ত তলিয়ে বুঝতে
যাবে না—

শ্যাম। কি দাদার ভাত খাই বলে কি বৌ যা ইচ্ছা তাই
বলবে, তাতে কি হাঁ হুঁ কত্তে নাই, এমন
আশ্চর্য্য লোক ত কোথাও দেখিনি।

মনো। তা বল্লে কি হয়, এই ত কালের সধর্ম্ম তুমি
ত তুমি—তোমার মায়ের কি অবস্থা করে
রেখেছে দেখ দেখি—আহা মায়ের মুখ দেখলে
আমার বুক বিদীর্ণ হয়! কি করব জগদীশ্বর
দিন দেন নাই।

শ্যাম। প্রিয়ে! ও কথা তুলে আমায় আর কষ্ট দিও না, সেই অবধি আমি হত জ্ঞান হয়েছি আমার বিবেচনা শক্তি রহিত হয়েছে, রাগ, দুঃখ, মনঃপীড়া একে বারে ঘিরেছে, মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

মনো। ছি ছি কাপুরুষের মত কথা বল না, কোথায় তুচ্ছ করে হেসে উড়িয়ে দেবে না ঐ সর্ব্বদা আলোচনা কচ্চো, মনুষ্যের রাগ প্রধান শত্রু, তার উপরে আবার আর একটা—ছি ছি ছি ও কথা মুখে এনোনা, মাকে কত করে বুঝিয়ে এলুম, আবার তোমাকেও কি সে রূপ কর্ত্তে হবে, এখন নিবৃত্ত হও অন্য কথা কও।

শ্যাম। আর আমার মাথা কব মনটা ঐ দিকেই পড়ে রয়েছে, এ পৃথিবীতে কত দিনের জন্য আঁসা এতে আবার দম্ভ গরিমা আত্ম শ্লাঘা— আচ্ছা আমাদের যা খুসি তাই বল্লি, আবার মায়ের উপর যা ইচ্ছা তাই—স্ত্রীকে দিয়ে মায়ের অপমান—(সক্রোধে) জানে না মায়ের মনে দুঃখ দিলে নরক গামী হতে হয়, জগদীশ্বর! তুমি কি এ সব লোকের সৃষ্টি কর! কখনই নয়, মা তুমি কি দেখে শুনে এমন সন্তান গর্ভে ধরেছ—

মনো। (কানে কানে) আঃ কি কর। আবার কি একটা

বিবাদ করবে নাকি, স্থির হও, স্থির হও, মনকে প্রবোধ দাও অতো উতলা হয়ো না—চিন্তা কি জগদীশ্বর অবশ্যই সময় দেবেন তখন মাকে সুখে রেখে পুত্রের কাজ কোর, এখন নিদ্রা যাও আজ বুঝি আমাদের ও ঘরে বিছানা হয়েছে, ঐ ঘরে যাই চলো। (হস্ত ধারণ করে)

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

(গণেশ দেব ও দাসীর সহিত সন্দর্শন)

গণেশ। তোরা কি কর্ম্ম শেষ করেছিস ?

দাসী। আর আমার মাতা করেছে, আমি যা বলেছিলুম তার কিছুই করে নি, মেয়ে মানুষ এত নির্বুদ্ধি দেখি নি, ফিকির কিসে জানবে বল কেবল কোঁদোল করেই মলেন।

গণে। তাই ত তোমার কি পরামর্শ নীয়ে কাজ করে

নাই, তবে আর মাথা মুণ্ডু কি হবে, কি রকম এখন দাঁড়িয়েছে বল দেখি! আমি ত মনের আমোদেই রয়েছি, মনে কল্লেম কাল যাই নাই আজ বিশেষ আমোদ প্রমোদ হবে এখন অবশেষে মূলে হাবাত।

দাসী। ভাগ্যি আমার সঙ্গে দেখা হল তাই তোমার বাঁচোয়া তা না হলে মাথা রাখা ভার হোত। আমি দৌড় দৌড়ি তোমার তল্লাসে আসছি ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষে। তুমি বাড়ীতে মাথা গলাও নি তাই, তা হলে ফিরে আসা ভার হোত চল পালাই।

গণে। এমন কি ব্যাপার হয়েছে ভেঙে চুরে বল্ না, আমি ভিতরে ভিতরে আছি, আমার জন্যে এত সৃষ্টি হচ্ছে তাত কেউ জানতে পারে নাই, দেখ ভাই প্রাণান্তেও আমার নাম কোর না, তা হলে আমার মুখ দেখান ভার হবে, আমি বিনোদের খেয়ে মানুষ।

দাসী। তা জান্তে পাল্লে কি! কিন্তু তা নয়, জান্তে পারে নি, তোমাকে কর্ত্তা ধার্ম্মিক লোক বলে জানেন, এত বা ভয় কিসের, মাঠাকরুণ কাকেও বলায়নি, তাই যদি হয় তার তখন উপায় হবে, তুমি খাতির জমায় থাক, তোমার কিছু ভয় নাই, আর কেমন করেই বা জানবে।

গণে। তাকে যে ভড়ঙ্ দেখিয়েছি আমাকে কখন ও সব কর্ম্মের কর্ম্মী বলে বিশ্বাস করবে না, ভাল একটা কথা বলি, এ কথা প্রকাশ কল্লে কে! কি রকম লোক সে! একটু বিবেচনা নাই?

দাসী। না এমন কিছু পষ্ট টের পায় নি, কে একজন কানে তুলে দিয়েছে, তাকে আচ্ছা রকম হবে এখন, আজকের রাত্রে আসবার কথা আছে, এ দিগে যে আমি ভিতরে আছি তাত জানে না।

গণে। ওঃ! যেতে নিবারণ না কল্লেত বিষম হয়েছিল, দাসী আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি তোর গুণের কথা আর কি বলব।

দাসী। চল এখন একটু চলে চল, বাবু হয় ত তোমার টোলে দেখতে যাবেন এখন।

গণে। তবে এখন সেখানে গিয়ে শয়ন করি গে, কোন বিপদ ত হয় নাই তবে আর ভয় কি, বড় কষ্ট হল, তিনি যদি এ সব বিষয় টের পান তবে তার কাছে আমার বার্ষিক মারা যাবে, তিনি আমাকে যথেষ্ট মান্য করেন কাজ কর্ম্ম হলে আমাকে অগ্রে নিমন্ত্রণ করেন।

দাসী। বিপদ হয় নি কেমন করে বলব, এক বেটা চাকর মাঠাকরুণ যখন বিষ মাখান তখন দেখতে পেয়ে বাবুকে বলে দিয়েছে তাতেই ত এত গোল।

গণে। বল কি, কি সর্ব্বনাশ! চাকর বেটা ত ভারি

বেল্লিক! ব্রহ্ম শাপে পড়বে, তা বুঝি জানে না। চাকর বেটাকে যদি অগ্রে হাত কর্ত্তে, তা হলে বেস হতো তার পর কি হল।

দাসী। সেই ত যত কাল, তার পরে বিষ পষ্ট ধরা পড়তেই বাবু একটু হাসলেন হেসে বল্লেন এ কোন কুলোকের কায, মাঠাকরুণ যে করেছেন, তা আর ভাবলেন না, মাঠাকরুণও পেয়ে বসলেন তিনি বল্লেন যে এমন কথা বলেছে তার মাথা দেখব, নয় ত ওর সংসার ওকে দিয়ে বেন্দাবন যাব; মাঠাকরুণের চকের জল দেখে আমার বুক ফেটে গেল, আমি কত বোঝালুম।—এমন বিপদের সময়ও তোমার উপর টান যায় নি, তোমার কিসে মান বজায় থাকবে তাই ভেবে আরও আকুল হয়েছেন।

গণে। তার আর একটা কি, আমাদের হিন্দু আইনে আছে যে, কোন স্ত্রী স্বামী দ্বারা পীড়িত হইলে ঐ স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে ও এক খানা বাড়ী ও এক শত টাকা মাসহারা পাইবে, তা তুমি এতক্ষণ বল নাই কেন? এতো আমাদের আইনে স্পষ্ট খুলে লেখা আছে, আমি বিশেষ যত্নে এ সকল ধারা সংগ্রহ করেছি তুমি দেখ্‌তে চাও ত দেখাতে পারি।

দাসী। বটে! তবে আর কি, আর কোন বেটাকে

ভয়, তবে আর লুকচুরি খেলতে হবে কেন, কাউকে বাড়ী মাড়াতে দেব না, আমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকব আমার তাঁবে কত বেটী চাকরাণী থাকবে, তবে সেই ভাল, তুমি ঠিক জান ত?

(কমলের প্রবেশ)

কমল। কেরে বাবা তুই বেল মাভা, টিকীওয়ালা দুপুর রাত্রে মেয়ে মানুষ নিয়ে নিস পিস করে বেড়াচ্ছিস, যত রাজ্যের মাতালের কীর্ত্তন, শালারা দোছোট ভিন্ন নড়তে পারে না।

গণে। কেন বাপু বিনা দোষে গালাগালি দিচ্ছ, আমরা পথিক, গালাগালি দিবার কি কর্ম্ম করেছি বাপু।

কমল। গালাগালি কি সাদে দি, তোদের মত লোকের আক্কেলে দেওয়ায়, বেটা রক্ত দস্তি এখন লেজ নেড়ে কথা কোস, সিংহের বাচ্ছা বুঝি দেখতে পাও নি, চৈতন চুটকী (কেশে হস্ত দিয়া) ফুঃ ফুঃ শিগ্গির ছাড় শিগ্গির ছাড় কার আজ্ঞে পেতনি মাগির আজ্ঞে (টিকীর গ্রন্থি মোচন)।

দাসী। আঃ মলো মদ খেয়েচিস খেয়েচিস, রাস্তা দিয়ে চলে যা, ভদ্র লোকের সঙ্গে নেকরা।

কম। তোমার বাবা গাঁয়ে লাগ্‌লো কেন? এত কি

মাতৃ স্নেহ! আ মলোরে মাগির পায়ে কি, আচ্ছা বাবা ঐ পায়ের নাতি যখন চৈতনে মারিস তখনও কি করে, বাবা বলে না মা বলে।

গণে। ছি বাপু, অমন কথা বল্তে আছে, তোমার বাড়ী কোথায় বাপু, ভদ্র সন্তান দেখতে পাচ্ছি কোম্পানির রাস্তায় ঢলাঢলি কেন, চল বাপু তোমার বাড়ীতে আমরা রেখেঁ আসি।

কম। আগেতে চল বাবা তোমাকে শ্রীঘরে দিয়ে আসি, দিনের বেলা খোলার ঘরে টোল কর আর রাত্রিকালে মদখেয়ে রাস্তায় মাতলামো, আজ বাবা তোমাকে ধরেছি—তাইতে বাবা তুমি এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে!—

দাসী। আ মলো মিন্সে, আপনি মাতাল নাকি, সকলকেই মাতাল দেখিস, আমরা মদ খেয়েছি?

কম। তুইত তুই তোর বাবা বামুনকে জিজ্ঞেসা কর দেখি, কি বলে ও, বল ত বাবা ঠিক করে কত বোতল পার করেছিস।

গণে। তুমি আমার বাপ—আমরা পয়সা পাব কোথায় তা মদ খাব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক আপনার পেটের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াই, তোমরা বড় মানুষ তোমন্দের সব সোভা পায় কিছু দাও ত খেয়ে বাঁচি।

কম। না বাবা এঁ মাগিগ গঙ্গার সময় কে তোমার ও

জালা পেট ভরাবে। ওরে পা ভার মাগি আমাকে মনে মনে শাপ দিচ্ছিস। ছি বাবা তুমি বড় বেরসিক একা চৈতনফক্কা নিয়ে মজেছ।

দাসী। মদ খেয়ে পরের উপর অমন করে তাল ঝাড়‌্চিস কেন?, দেখবি এখনি বাপের নাম শুনিয়ে দেবো।

গণে। আরে দাসী কি কর্ তুমিও কি মদ খেয়েছ নাকি, ও বেল্লিকমো কচ্ছে বলে কি তুমিও করবে।

কম। বাবা পিনেল কোট জান না, পাহারাওলা ধর ত বেটা বামুনকে—বেটা দুপুর রাত্রে লোকের ঝি বার করে নিয়ে যাচ্ছে, যত মনে করি বেটা বেএক্তার হয়েছে কিছু বলব না, ততই বাড়িয়েছে, শেষে উল্টে চাপ আমি মাতাল—বামুন বেটাদের অসাধ্য কাজ নাই।

গণে। না বাপু তুমি আমাদের চেয়ে বয়েসে ছোট তাই তামাসা কল্লুম, রাগ কর না তোমাকে কি আমি বেল্লিক বলতে পারি।

কম। না বাবা এ তোমার বেজায় তামাসা, ভদ্র লোকের ছেলেকে বেল্লিক মাতাল—এ কোন দেশী তামাসা—আমি কি তোমার বড় কুটুম, ও তামাসা তোমার বুড়ী ইয়ারের সঙ্গে করগে,

আমি ও সহ্য কত্তে পারি না—পাহারাওলা জলদি আও—পয়সা মেলে গা। (গণেশের হস্ত ধারণ)।

গণে। (সভয়ে) দেখ বাপু আমরা আস্তে আস্তে বাড়ী যাই কেন আর মিছে দুঃখ দাও, হাতে ধরে মিনতি করে বল্‌চি—ঘরে গিয়ে শয়ন করগে রাত্র অধিক হয়েছে।

কম। চপরাও, আজ শনিবার তোমার মাতা খেয়ে তবে আমি যাব। আচ্ছা সত্য করে বল এ কাদের মেয়ে, পোদ বুড়ি নয়, বেটার নজর নাই, বার কল্লি ত একটা ভাল দেখে পাল্লি না, যা হোগ একটা বার কল্লেই হলো।

দাসী। আহা বাছা কি আমার কামদেব—যেমন রূপ তেমনি গুণ। নে—তোর মত কত শত মাতাল দেখেছি।

কম। দেখবেই ত বাবা—আমার ইয়ারদের সর্ব্বত্রে গতিবিধি আছে, তোমার বাড়ী কোথা ভাই তুমি ইয়ার লোক বটে।

দাসী। আ মলো টকরে ছোঁড়া, আমি কি খানকী—তোর যে পিতামহীর বয়িসী।

কম। বেশ বেশ ঠাকুরুণ দিদি তুমি খানকী নও ঘুসকী, আহা! যদি এত দিন যানতুম তা হলে এত বাজে পয়সা খরচ কত্তে হত না।

গণে। বাপু হে আর কেন মিছে বাক্য ব্যয় কর আস্তে আস্তে বাড়ী যাও।

কম। কেরে বেটা তুই পরামর্শ দিতে এলি, আমি এই মনির ওখান থেকে আসছি, এখন চুনির কাছে যাই নি—পাহারাওলা।—আমাকে বেটা বুদ্ধি দিতে এয়েছে।

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

ঐ কোন হেয়, ইদার আও, ফুকারকে ফুকারকে হামার গলা টুট গিয়া, তোম কাঁহাকা আদ্‌মি বাত্‌ সোন্তা নেই।

পাহা। নাহি বাবু হামি হিঁয়া থা নেই। (অগ্রসর হইয়া) মশাই আপনি ডাকছেন, গোলামকে কি হুকুম হয়।

কম। এ দু জনে দুপুর রাত্রে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা কর।

গণে। (ত্রাসে) ও বাবা! সত্য সত্য, কি বিপদ, এমন বিপদে কি মানুষ পড়ে।

পাহা। (দাসীর প্রতি) এতনা রাত্‌মে বেটী তোম কাঁহা য্যাতা।

দাসী। যেতা ধাই না, তোর সে কথায় কায় কি; আমি বাড়ী যাচ্ছি, তোকে জবাব দেবো, তুইকে ?

পাহা। কি বেটীর যত বড় মুখ তত বড় কথা, জানিসনে রাত্রে আমাদের রাজত্ব, চল তোকে পুলিসে যেতে হবে।

গণে। পাহারাওলা বাবা ক্ষেমা কর, ও মেয়ে মানুষ কোন বোধ সোধ নাই, একটা কথা হটাৎ বলেছে কিছু মনে কর না, আমাদের ছেড়ে দাও আমরা বাসায় যাই।

কম। খপরদার খুব সাবঁধান, ছেড়ে দিও না—হেঁসে হেঁসে কথা কয়, এ বেটা বুঝি পেয়দা নয়। এই বামুন বেটাই বদমাইসের শেষ, ওকে আগু বাঁধ।

পাহা। (গণেশের প্রতি) মশাই কি করব বলুন, উনি বলছেন আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

দাসী। তোর কোন বাবার আইনে লিখেছে, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিতে?

পাহা। দেখুন মশাই আমাকে গালাগালি দিচ্ছে, মাগি নূতন নয়, ঘাগি।

গণে। কমল বাবু আমাকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিতে বলুন, ওর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল, আমি হলাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক আমাকে কি কুকর্ম্ম সম্ভবে, বিশেষতঃ ও হল এক পাড়ার মেয়ে মানুষ আমার বাড়ী হল এখানে, আমার না হক অপমান কর না, আমার ওর সঙ্গে আলাপ নাই।

কম। তোর ভিটকেলমো রাখ।

পাহা। কমল বাবু বামুনঠাকুরটীর কোন দোষ নাই, মাগি বেটী যত নষ্টের গোড়া, ওঁকে ছেড়ে দিই।

দাসী। ভয় কি ভট্টাচার্য্যি মশাই, কাল কাছারিতে গিয়ে সব পেচমোড়া করে বাঁধাবো, আমার সঙ্গে মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে ভাব আছে, আমি তাঁর চাকরি করেছি তার মাগকে মদ ঢেলে দিয়েছি, দেখ নেড়ে তোর চাকরি থাকা ভার।

পাহা। তুই মেজেষ্টার সাহেবের কে, দাঁড়াবা মাত্রে খালাস হবি নাকি? আগেতে আপনি বাঁচ তবে আমাকে ছাড়াস।

গণে। পাহারাওলা বাবা আমাকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দাও, তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ, পাঁচটী যজমান নিয়ে ঘর করি, এ কথা শুনলে আমার অন্ন মারা যাবে।

পাহা। (গণেশের কাণে কাণে) তোমার কিছু পরোয়া নেই আমাকে কিছু দিও, আমি কাল সকালে সার-জনকে বলে খোলসা করে দেবো—কেউ জানতে পারবে না।

গণে। আচ্ছা বাবা যা ভাল হয় তাই কর।

পাহা। কমল বাবু আপনি তবে বাড়ী যান, আমি এদের নিয়ে যাই, হাজতে রাখিগে।

কম। দেখিস ছাড়িসনে আমি কালি সকালে খপর

নেবো এখন এক কর্ম্ম কর আমাকে চুনির বাড়ী রেখে যা ।

পাঁহা। চলুন, এই বাড়ী নয় ?

কম। ও চুনি—চুনি—চুনি বিবি দোর খোল বেটীর সাড়া শব্দ নেই, আর কাকে নিয়ে পড়ে রয়েছিস বুঝি, জুতিয়ে লম্বা করে দেবো এখন দোর খোল। (দাসীর প্রতি) তুমি মেয়ে মানুষ বিচার করত, একি ভদ্রের উচিত; বেটী খানকী বৈ ত নয় কত ভাল হবে।

দাসী। নে নে তোর মাংটামো রাখ, যা কচ্ছিস তা কর, খুব হয়েছে ।

কম। ছি ইয়ার রাগ কল্লে, চুনি দোর খোল, আমার জল তেষ্টা পেয়েছে।

দাসী। আহা বাছার গলা শুকিয়ে গেছে যা, যা, শিগ্গির মাই খেগে যা।

কম। চুনি আমার চোদ্দপুরুষ—মা ত কি ছার, ওরে চুনি দোর খোল।

(নেপথ্যে) কেও! আঃ! বাপরে এই কতক্ষণ শুয়েছি কে জ্বালাতন কত্তে এল।

দাসী। তোদের কত্তা এয়েছে দোর খোল, তা না হলে রাগ করে খানায় ঝাপ দেবে. এক বার ঘুম ছাড়াও লক্ষ্মিটি।

(চুনির প্রবেশ)

চুনি। কেও কমলা, এত রাত্রে তোমার মাথা খেয়ে কোথা ছিলে, এর দোর তার দোর করে বেড়াচ্ছিলি বুঝি।

কম। মাইরি কোন শালা, আমি কি তেমনি।

চুনি। ও মা এরা কে, আমার ঘরে এত লোকের জায়গা হবে না (অগ্রসর হইয়া) এ মেয়ে মানুষটী কোথা থেকে নিয়ে এলি ?

কম। আমি নিয়ে আসি নি, ঐ বামুন ওকে বার করে নিয়ে যাচ্ছিল পাহারাওলা দেখতে পেয়ে ধরেছে।

চুনি। ও বামুন তোমার এই কাণ্ড, আঙ্গুল কেটে কোটা কাটলে হবে কি, বিষ মল্লায় গলদ, লাসটী ত কম নয়, যেন ময়লা ফেলা গাড়ির বলদ— নে বামুনের পোইতে কেড়ে।

কম। বেস বলেছিস, আর তুই একটা উল্‌ট নাতি মার (যজ্ঞ পবিত নিতে উদ্যত) আমি কি করব বাবা, চুনির কথা আমি ঠেলতে পারব না।

চুনি। বামুনের প্রিবৃত্তি কম নয়—কি পদ্মিনীকে নিয়ে যাচ্ছেন, আহা মরে যাই আর কি, কোন বিধাতা তোমাকে গড়ে ছিল, যেমন দেবা তেমনি দেবী।

দাসী। আ মলো তুই যা, আপনার কাজ করগে

যা, নিজে কি রূপের ডালী অন্ধকার রাত্রে দেখলে রাম রাম বলতে হয়।

চুনি। যাই যে মাগি কম নয়, বাহবা! না খোদাবন্দ, তুমি বিদ্যে—গণেশ ঘট বাবাজী এতেই মরে আছেন, ও ঠাকুর শ্রীঘর থেকে ফিরে যাবার সময় আমার কাছে হয়ে যেও।

গণে। মা ক্ষেমা দাও, মিছে কেন জ্বালাও আমার কোন দোষ নাই।

কম। কাল বেস টের পাবে এখন, চল চল, আমরা ঘরে যাই, পাহারাওলা ওদের নিয়ে যাও, দেখ যেন বেটী পালায় না, ও বড় চালাক।

পাহা। না মশাই পালাবে কোথায়, আপনি ঘরে যান গিয়ে আরাম করুণ গে, আমি ওদের নিয়ে গিয়ে থানায় জিম্মে করে দি, কাল সকালে যা-হয় হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হারাধন মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

বগলা ও ভাবিনীর উপবেশন।

বগলা। তাই ত এতখানি বেলা হল তবুও কমলের দেখা নেই, কাল খেয়ে দেয়ে কোন সকালা বেরিয়েছে সেই অব্দি নিরুদ্দেশ।

ভাবিনী। কে জানে মা, কি আছে কপালে জানি না, কি রকম করে বেড়ান তিনিই জানেন, কিন্তু এমন কখন হয় নি।

বগ। বারণ কল্লে শোনে না, যা খুসি তাই করে, কি করবো বল, বৌ মা কি কচ্চে, আমার যা হোগ, ওর মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়, ভাল মানুষের মেয়ে নিয়ে এসে কি ঝকমারি—হোঃ!

ভাবি। একে বারে এমন হবে তা কে জানে বল, সকলে বলত কমলের মত ছেলে দেখি নি, অতি সুবোধ, লেখা পড়ায় গুণবান, কথায় বার্ত্তায় মানুষের মত।

বগ। স্বভাব কখন কি রকম থাকে তা কিছুই বলা যায় না, কুসংসর্গে জুটলে তাতে আর পদার্থ থাকে না।

ভাবি। এমন বৌ নিয়ে সুখী হতে পেলে না—মেয়ে মানুষ এত লক্ষ্মী দেখি নি, দুট মন্দ কথা বল্লেও রাগ নেই, কেবল তোমাকে কিসে তুষ্ট রাখবে তাই নিয়ে ব্যাস্ত, লজ্জা শরম কেমন।

বগ। আমারি অদেষ্টে ঐ সব ঘটচে, শেষ দশায় কি কষ্ট দেখতে হল—(রোদন) হে মা কালী আমার দশা কি কল্লে, আমি তোমার কাছে বুক চিরে রক্ত দেবো, মা আমার কমলকে ভাল করে দাও।

ভাবি। ছি দিদি কেঁদ না, এখনি হয় ত বৌ এ ঘরে আসবে, তোমার কান্না দেখলে সে অস্থির হবে, তুমি চোকের জল ফেল না, তা হলে কমলের অকল্যেন হবে।

বগ। আমার কি আর সাদ, পরমেশ্বর আমাকে বৈমুখ—আমি কেঁদে কি করবো, তা না হলে এই ত সব গেল এখন আমাদের একটা মাত্র আশা ভরসা তিনি, সকলিই ওর উপর ভার, তা—(রোদন)

ভাবি। চির কাল কমল ও রকম থাকবে না, ধৈর্য্য হও, এত উতলা হও কেন, এত সন্তেন তুলসী দেওয়া

হচ্চে কিছুরি কি ফল হবে না, সে দিনে ত ভট্টাচার্য্য মশাই বল্লেন তিন মাস বাদে গের কাটবে, তার পর যেমন ছিল তেমনি হবে।

বগ। আর আমার কপাল যে কালে পুড়েচে আর ভাল হবে না, চির কাল ধা ধা কচ্ছিলুম—যদি বা একটু সুখের মুখ দেখবার উপায় হল, তা বিধাতা বৈমুখ কে কি করবে বল, তাঁর কাল হল, ওর মুখ পানে চেয়েই সংসারে থাকা, তা ও এ রকম কত্তে লাগল—(রোদন)

ভাবি। চোকের জল ফেল না, জগদীশ্বরকে ডাক তিনি বিপদ তারণ কর্ত্তা, লোকে মহৎ মহৎ রোগ হতে আরাম হচ্চে আর এ সামান্য মদ খাওয়া ছাড়াতে পারবেন না, এ দিকে ও দিকে যাওয়া আমি ধরি না ও গেলিই এ যাবে।

বগ। সময় আমাদের মন্দ—মনে কল্লুম সব জামাই-দের নিমন্ত্রণ করব অনেক দিন হল তাদের দেখিনি—তা কমল আমাকে এমনি হত বুদ্ধি করে রেখেচে যে আমার কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না।

ভাবি। যখন পরমেশ্বর মুখ তুলে চাইবেন তখন সব সুবিধা হবে, চল এখন ওদের বাড়ী কথা হচ্চে শুনতে যাই।

বগ। না দিদি আমার খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ

নেই, দাঁড়িয়ে সুখ নেই, সর্ব্বদা মনের ভিতর কুল কাটের আগুণ জ্বলচে, আমার মাথার ঠিক নেই, কোথা যাব, কে কি কথা বলবে অমনি অভিমানে মরে যাব, লোকের মুখে ত হাত দিয়ে রাখতে পারব না, আমার পরের বাড়ী যাওয়া সাজে না।

ভাবি। এমন কথা বল না, চাকলাটা সুদ্ধ লোক তোমার দুঃখ শুনে মরে, তুমি ত কার কখন অনিষ্ট কর নি যে, তোমার দুঃখে আমোদ করবে।

বগ। তা বটে, কিন্তু লোক সকলে কি সমান, কেউ কেউ এতে খুব খুসি হচ্চেন, যদিও আমি তাঁদের কোন অপরাধ করি নি, তারা লোকের ভাল দেখতে পারে না কেমন ঐ রকম স্বভাব।

ভাবি। তবুও ত পাঁচ জনের মত টের পাওয়া যাবে, আমি জানি ঘোষালদের গিন্নি তোমাকে দেখ-বার জন্যে খুন, আমার সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করেন "তোমার দিদি কেমন আছেন কি কচ্চেন" বাড়ীর উঙ্কুটী চৌশদ্ধি খপর নেন।

বগ। হ্যোঁ! ওদের গিন্নি ভাল মানুষ বটে, আমার সঙ্গে ছেলে বেলা অবধি ভাব, আজ কাল দশটী ছেলে পুলে হয়েচে তাই আসতে পারেন না, তা না হলে আগে আগে দু বেলা আমার কাছে থাকতেন।

ভাবি। তবে এমন লোকের বাড়ী যেতে ক্ষেতি কি, তবুও খানিক মনটা অন্য মনস্ক থাকবে, মনকে প্রবোধ দাও, এখন চল, আজ লক্ষণের শক্তি শেল হবে, কথা সকাল সকাল বসবে।

বগ। তবে চল যদি শুনতে হয় গোড়াগুড়ি শোনা ভাল, আবার শক্তি শেলে পড়া শুনে আসবার যো নেই, মুক্তি না শুনলে পাপ হয়।

ভাবি। হ্যাঁ! লক্ষণ কি রামের আপনার ভাই।

বগ। আপনারই প্রায়, উঁনি স্নুমিত্রের, ইনি হলেন কৌশল্যের—ছু জনে বৈমাত্র ভাই।

ভাবি। কেমন ছু জনে ভাব, আপনার ভাই ভেয়ে এমন হয় না, চল একটা বেজেচে, আর দেরি করা হবে না, এই যে বৌ মা আশ্চেন, তুমি এই খানে বস আমরা আসচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। (স্বগত) আমারি কপালে কি এই সব ঘটছে! আমার অদৃষ্ট না মন্দ হলে এমন হবে কেন, নূতন প্রণয় সঞ্চারের সময় যে রূপ যত্ন কত্তেন, সে সব কথা মনে উদয় হলে অলীক বোধ হয়,

মনুষ্যের স্বভাব কি স্থিতিস্থাপক! যে দিকে ইচ্ছা নোয়ান যায়, পাপমতি দুষ্টাচার ভ্রষ্ট সুরাসক্ত প্রভৃতি কি ইহার অঙ্গের অভরণ! না, তা হলে সকলেই ঐ রূপ হত; শুনেছি সুমতি ও কুমতি দুই পথ বিদ্যমান আছে, এক পথে গমন করা আপাততঃ ক্লেশ কর, কিন্তু অন্তে সুখ দায়ক, আর একটীর প্রবেশ স্থান অতি মনোহর অকস্মাৎ নয়ন গোচর হলে মনে হয় মর্ত্তেই স্বর্গ সুখ বিরাজমান, কিন্তু যে হতভাগ্য অল্প আয়াস ভোগী এই আপাততঃ মনোরম স্থান দৃষ্টে গমনোদ্যোগী হন, তাঁর প্রতি ভরসা নাই, তিনি ধর্ম্মের চির বর্দ্ধিত সুখে এক বারে বঞ্চিত, যে ব্যক্তি লোকাপবাদে ও ধর্ম্মরাজ দণ্ডে ভয় রাখে না, সে কি বিমূঢ়, প্রাণেশ্বর! আমি তোমাকে উদ্দেশ করে বলি নাই, তুমি ভালই হও বা মন্দই হও, আমি তোমার চির দাসী, এ হতভাগিনী তোমার কথনই নিন্দা করবে না, তুমি অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও আমি যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন তোমার পদ সেবা করিব, ফলতঃ তোমার বৃদ্ধা মাতা, যিনি তোমার মুখাবলোকন করে প্রাণ ধারণ করেন, তাঁকে এরূপ মনঃপীড়া দেওয়া কখনই উচিত নয়,

তুমি জ্ঞানবান, বুদ্ধিজীবী, তোমার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতেই বা কি প্রকারে স্পৃহা জন্মে, তুমি যদি আমার মুর্খ স্বামী হতে, তা হলে এক কথা, পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাকে না হলে আহার কত্তে না, বলতে "তোমাকে এক দণ্ড না দেখলে প্রাণ কেমন করে" আমি এক এক দিন অভিমান কল্লে কতবার ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে, এখন সে প্রণয় কোথায়? সে মিষ্ট আলাপই বা কই? প্রাণেশ্বর! মনে করে দেখ আজ ঠিক দশ দিবস হল তোমার পদ সেবা করি নাই, হে জীবিতেশ্বর! আমার হাতে পান সাজা না হলে তোমার মুখ সুদ্ধি ভাল হতো না, হায়! এখন কোন কলঙ্কিনী নারী তোমার মন রক্ষা কচ্চে? আমি অন্ন আয়োজন না কল্লে তোমার ভোজনে তৃপ্ত হতো না, এখন কোন ব্যভিচারিনী তোমার আহার আয়োজন কচ্চে? তোমার না মদ্যপানে বিদ্বেষ ছিল? তুমি না বারবণিতাগণকে ঘৃণা কত্তে?—নাথ! তোমাকে আর কি বলব, আমারই কপালকে ধিক, আমার কি কঠিন প্রাণ—প্রাণাধিকের এরূপ অবস্থা দেখে এখন জীবিত আছি—তোমার যে এত মাতৃ ভক্তি ছিল কোথায় গেল—সকলই কি বিস্মৃত হয়েছ! এখন মা তোমার জন্য

অস্থির হয়েছেন, তোমার এক বার দর্শনেও সন্তুষ্ট, অনেক দুঃখ নিবারণ হয়—জীবিতেশ্বর! আর কষ্ট দিও না, এত দিনেও দুষ্ট আমোদে মন নিবৃত্ত হল না? পতি নিন্দা আর সহ্য হয় না, কেহ যদি আমাদের বাটীতে এসে তোমার কথা পাড়ে অমনি আমার মাথা হেট হয়ে যায়, কথার উত্তর দিতে পারি না, কেবল মনে মনে রোদন কত্তে থাকি, তুমি সব জান, জেনেও কেন এমন কর। হায়! বি—

(কমলের প্রবেশ)

কমল। কি হচ্চে, মা কোথায়? আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

সুরমা। এত্ত আগ্রহ কেন? আমি খাবার দিচ্চি।

কম। না আমি বসতে পারি না, আমার অত্যন্ত দরকার আছে।

সুর। (স্বগত) তবুও আমার অনেক ভাগ্য বলতে হবে যে দেখা হল, অনেকে প্রাণ নষ্ট হয়েছে উল্লেখ করেছিল, সে ভাবনাটা গেল, (প্রকাশে) স্থির হও, অত উতলা কেন? আরাম কর, আমি মাকে ডেকে আনচি।

কম। না না, আমার অত অপেক্ষা করবার সময় নেই,

তুমি এক কর্ম্ম কত্তে পার, গোটা কুড়িক টাকা দিতে পার, আমি কাল পরশু নাগাদ দেবো।

সুর। টাকা ত আমার কাছে নাই, তবে মাকে জিজ্ঞাসা করি যদি তাঁর হাতে থাকে।

কম। যদি তোমার না থাকে ত এক খানা গহনা দেও না, আমি বাঁধা দিয়ে এখন নি, এর পরে টাকা পেলে উদ্ধুরে দেবো।

সুর। তোমা হতে শেষ এই হল, তুমি দিয়ে ছিলে তুমি নেবে আমার এতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার কি এই উচিত?

কম। আমাকে তোমার উপদেশ দিতে হবে না, দেবে ত দাও, আমি ভিক্ষে কত্তে আসি নি।

সুর। (স্বগত) আমি কি কথা বল্লুম উঁনি কি বুঝলেন, প্রত্যহ ভুলিয়ে পালান আজ চাবি বন্ধ করে রাখব, (প্রকাশে) আচ্ছা বল তুমি বাড়ী থাকবে।

কম। সে সব কথায় তোমার প্রয়োজন কি? তোমাকে যা বলা গেল তা কর, না হয় বল আমি অন্যত্রে চেষ্টা করি।

সুর। সে কি তুমি আমাকে এমন কথা বল্লে? যে দাসী দিবা নিশি তোমার পদ চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছে তার তোমার হিত সাধনে প্রয়োজন নাই? তুমি কি একে বারে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছ? এক বারও

কি বিবেচনা কর না, তোমার বৃদ্ধা মাতা বর্ত্তমান? আমি কি তোমার চরণ সেবার যোগ্যা পাত্রী নই? তোমার ভগ্নীদের মুখ পানে চাইলে একটু দুঃখ হয় না? সকলে তোমাকে না দেখতে পেয়ে উল্কা মুখী হয়ে বেড়াচ্ছে, তোমার কি এক বারও মনে উদয় হয় না যে তুমি কি ছিলে কি হলে?

কম। আর আমাকে গঞ্জনা দিও না, আমি তোমার কথায় বিলক্ষণ উপদেশ পেয়েছি, আজকের মত মাপ কর, আমার এক জন আংটি কেড়ে রেখেছে নিয়ে আসি, কাল অবধি আর কোথাও যাব না।

স্থর। আচ্ছা আমি আংটি আনাচ্ছি, তোমার সেখানে যেতে হবে না, গেলে সব ভুলে যাবে।

কম। না আমাকে আজকের মত মাপ কর, আমি কাল হতে বাড়ী থাকব।

স্থর। তোমার কি আংটি আনতে সমস্ত দিন যাবে, না তা হবে না, (স্বগত) চাবি না দিলে হল না, কেবল আমার হাত হতে কি সে এড়াবেন সেই চেষ্টা, আজ তা কখন হবে না।

কম। দেখ আমাকে আর লজ্জায় ফেল না, আমাকে সেখানে অনেকই মান্য করে, দশ কুড়িয় টাকার জন্য আংটি আটক করেচে, এ খেদ রাখতে স্থান নেই।

স্বর। (স্বগত) তোমাকে ভাল মানসিতে পারব না (প্রকাশে) এই নাও চাবি, ও ঘরে বাক্স আছে তাতে সব গয়না সিতুলে রেখেছি, আমি হাতে করে দিতে পারব না, তুমি আপনি নাও গে—(চাবি প্রদান)

(কমলের ঘরে প্রবেশ)

আর কোন সময় এই বারে ঠিক হয়েছে বাক্স খুলতে আরম্ভ করেছেন, প্রাণেশ্বর আর তোমাকে যেতে দেবো না। (কবাট বন্ধ করিয়া চাবি দেওন) (নেপথ্যে) চাবি খুলে দাও, তোমার পায়ে পড়ি আমি আজ এখুনি আসব আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ, এখনই খোল বলছি, যদি চাবি খুলে না দাও তবে নাতি মেরে দোর ভেঙ্গে ফেলব, অমন করত তোমার মুখ দেখব না, আমাকে আটকে রেখ না, আমার অনেক কর্ম্ম খেতি হবে, এতক্ষণ হয় ত আংটি বিক্রি হয়ে গেল, মনি আমাকে গাল দিয়ে ভূত ছাড়াবে, শেষ কালে কি মার না খাইয়ে ছাড়বে না, তোমার আমি কি অপরাধ করেছি আমাকে ছেড়ে দাও।

সুর। প্রাণেশ্বর! আমার কি সাধ তোমাকে এ রকম করি, কিন্তু কি করব, লোক নিন্দা সহ্য করিতে পারি না, মনে করে দেখ তুমি আমাকে কি ভাল বাসতে, এখন এক বার ভুলেও চাও না, তুমি যে সুরাপানে রত ও বেশ্যাসক্ত হবে এ স্বপ্নের অগোচর তুমি মনে করে দেখ দেখি কি ছিলে কি হয়েছ।

(নেপথ্যে) আজকের মত আমাকে মাপ কর, কাল অবধি যেমন ছিলাম তেমনি হব, এখন আমাকে ছেড়ে দাও।

সুর। ছাড়তে আমি তোমাকে কোন ক্রমেই পারব না, তবে মাকে ঠাকুরঝিকে ডাকি, তাঁরা যা বলেন তাই করব।

(নেপথ্যে) না, গোল করবার আবশ্যক নেই, আমি কাল হতে নিশ্চয় বাড়ীতে থাকব, আজকের মত আমাকে ছেড়ে দাও।

সুর। আমি শীঘ্র তাঁদের ডেকে নিয়ে আসি একটু স্থির হও, এক নিমিষের মধ্যে আসব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মনমোহিনীর বাটী।

(মনমোহিনী, নবীন, চন্দ্র ও মাধবের উপবেশন)

মন। (নবীনের প্রতি) তুই আর এক গেলাশ খানা, আমার কথা রাখবিনে। (চন্দ্রের প্রতি) আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি, (স্কন্ধ ধারণ করিয়া) নেশা কি জেয়াদা হয়েচে, কিছু খাবি, (মাধবের মুখ চুম্বন করিয়া) কি ইয়ার ঝিম হয়ে বসে রয়েচ আর একটু দেবো।

মাধ। না বাবা বস হয়েছে পাত তাড়ি গুটোও।

নবী। ছি মাধব মনি বিবির কথা টেলবে বাবা, তুমি ত বড় বেরসিক লোক হে, নাও আর এক গেলাশ নাও। (গেলাশ প্রদান)

চন্দ্র। মনি তুই আমার মন প্রাণ, তোকে আমি এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারি না, তুই আমার মুখে একটা নাতি মার।

সকলে। হো হো হো একি সক।

চন্দ্র। হেস না বাবা আমরা কালীর চেলা, কালীমার পার নিচে কে আছে জানত আমরা তার ছেলে হয়ে একটা নাতি খেতে পারব না।

মাধ। আমাকে মাপ কর, আমি আর পারব না, অমনিতেই বেএক্তার হয়ে পড়েছি, বেসি হলে বাড়ী যেতে পারব না, ও গেলাশটা বরং তুমি খাও, তোমার এখন সম্পূর্ণ হয় নি, আর দুই এক গেলাশ হলে তোমার হয়, আমার কেমন ধাত, অল্পতেই নেশা হয়, দু বোতলের বেসি খেতে পারি না।

মনি। তুমি বাবা পেতি মাঁতাল, মদ খেলে কি নেশা হয়, আমার কি নেশা হয়েছে, এই দেখ তোকে বাঁপায়ের নাতি মারি। (মাধবকে দক্ষিণ পদাঘাত)

মাধ। ছি ইয়ার মারা মারি শেষ কালে, বোতলের দোক্তা কম ছিল বুঝি, আর এক গেলাশ দিই, (বোতলে গেলাশ ঢালন) এ কি বাপ ধন এর মধ্যে সব ভোর করে রেখেছ, বলিহারি যাই, জিঅরও।

চন্দ্র। আরে অত চেঁচাও কেন? স্থির হও, রাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্চে আমাদের গলার শব্দ পেলে বলবে কি, নিতান্ত মাতাল ঠাওরাবে যে, মনি আমি ভাই ঠিক আছি, যে খানকার ঠায় বসে আছি, নড়িও নি চড়িও নি।

নবী। ভায়ার কি নড়বার চড়বার যো আছে, একসা নম্বর ওয়ান তিনটি বোতল টনটনে পার করেছেন, কিন্তু আমার কিছুই হয় নি, আমি যেখানে

কার সেই খানেই আছি, মাতাটা ঘুচ্চে, ভায়া আমার নামের খেই হারিয়েছি।

মনি। হা হা হা হা হা।

মাধ। হি হি হি হি।

চন্দ্র। হো হো হো হো।

মনি। ওরে নবনে! কমলা যে সেই পথ গেলরে, আংটি আটকান কি বড় হলো, আমি ত তখন বলেছি-লুম, যাচ্চে আসতে পারবে না।

মাধ। চুপ দাও সে এল বলে, ইয়ারের প্রাণ কতক্ষণ থাকবে, তার বাবা গোর থেকে উঠে এলেও রাখতে পারবে না, আংটিটা আছে ত?

চন্দ্র। দে শালার আংটিটা ভাঙ্গি, যেমন কেতেমন হগ।

মনি। ওটা নাকি আমি ফিরিয়ে দবো, আমার সিন্দুকে যখন উঠেছে তখন আর বেরবে না, আমাকে কি তুমি তেমনি পেয়েচ।

নবী। ঠিক, বলেচ ভাল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, আরো এখন কত জরিবানা হবে, ক্রমে ক্রমে যত দেরি হবে তত বাড়বে।

মনি। এঃ! কাল রাত্রে গেল, সে এখন আসচে না, তাকে তিন বার ডাকতে পাঠালুম বাবু বাড়ী নেই, আর কোথা মুক্তে গেচে বুঝি, আস্তুগ আগে আজ দেখব এখন, আমার পাল্লায় পড়েন নি, যত কিছু বলি না ততই যেন বাড়াচ্চে।

চন্দ্র। মনি বাবু রাগ কর না কমল বাবু এলো বলে।

নবী। ওহে তুমি বোঝ না, মনি বাবু কি অল্পে রাগ করে, কমলের বড় অন্যায় (মনির প্রতি) সেই ঔষধটা খাইয়ে দিও ত, সে কোথায় যায় দেখি নপর চপর ভেঙ্গে যাবে এখন।

মনি। ভাল মোর ধনরে (মুখ চুম্বন) বেস বলেচিস, হাজার হগ আমার শিষ্য কি না, ওরে তিলী তমাক দে।

(তিলীর তমাক লইয়া প্রবেশ)

তিলী। বাইজী এই তমাক নাও।

মনি। কমল তোকে কি বল্লে?

তিলী। বাবুর সাতে দেখা হয়নি কো, একটী মেয়ে মানুষের মত গলা বল্লে, বাড়ী নেই।

মনি। দেখলে, আমিত বলেচি সে বড় বাড়য়েচে, (নবীনের প্রতি) দেখ তুমি যা বল্লে তা না কল্লে আর হলো না, আমি তোমার চতুষ্পদ কেনা, তাকে জব্দ না কল্লে হলো না।

মাধ। আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল রাত্রে ঘুম হয় নি, ঘুম পেয়েচে ঘুমনো যাগ।

মনি। যা না, তোর যদি সুখের সময় হয়ে থাকে ত

দূরহ্, মচ্চি আপনার জ্বালায় ওর এখন ঘুম পেয়েচে।

মাধ। ছি ইয়ার রাগ কল্লে, ভয় কি তোমার কমলকে পেলেই ত হলো আমি ডেকে আনচি।

[বেগে প্রস্থান।

নবী। ও হে চন্দ্র ও কোথায় গিয়ে পড়ে থাকবে, কথা বড় ভাল হলো না, তুমি ওর সঙ্গে যাও।

চন্দ্র। আমি ভাই একলা যেতে পারব না।

মনি। যাও না তোমরা দু জনে যাও, গিয়ে কমলের চুলের টিকী ধরে টেনে আন।

উভয়ে। বেশ বেশ সেই ভাল, আমরা জানি সে কোথায় আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মনি। (স্বগত) আমরা ষাঁড়ের জাত সকলেরি মন রাখতে পারি, আমার উপরে সকলে খুসি আছে, না থাকবে কেন, মুখ কোথা গেচে, মুখই সর্ব্বস্ব, ওদের যে ভালবাসা দেখয়েচি ওরা আর কোন জন্মেও ভুলতে পারবে না, কমলাও আমাকে বড় ভাল বাসে, কিন্তু ও দিন বলে ছিল

যে চুনি বলে একটি মেয়ে মানুষ সম্প্রতি বেরিয়ে এয়েচে, সেই খানে ত যায় নি, সেই খানেই হয় ত থাকবে, বলে ছিল সে নাকি বড় ভাল মানুষ, সেই খানে গেচে, হবে, আমার মাইনে পেলেই হলো, না, কেন! আর কার কাছে যেতে দেব কেন! আমি এমন ওষুদ জানি, এক বার খাওয়ালে আমার গোলাম হয়ে থাকবে, তাই কত্তে হলো, তা না হলে যদি তার সঙ্গে মিশে যায়, তবে ত আমার কাছে না আসতে পারে, মাতালের মর্জ্জি কখন কি রকম ঠিক নেই ত, বলে আঁতাল, মাতাল, দাঁতাল লোককে বিশ্বাস কত্তে নেই, যা হগ সেই ওষুদটা খাওয়াই, কি রকম করে খাওয়াব, সে যে সেকড়, হ্যাঁ! আমার এখানে ভাত খায়, কিন্তু ভাতের ভিতর দিলে টের পেয়ে ফেলে দেবে, তা হবে না, মদের সঙ্গে দিলেও হবে না, খাবার দাবারের মধ্যেই বা কি করে দিই, হ্যাঁ! হ্যাঁ! হয়েচে, পানের ভিতর করে দিলে টের পাবে না, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, সে ওষুধের তিন রকম গুণ, গিলে খেলে এক রকম গুণ করে, চিবিয়ে খেলে আর এক রকম গুণ করে, ধারণ কল্লে আর এক রকম, কিন্তু চিবিয়ে খেলে বড় বিষম, ভা

বল্লে কি হয় সে ভাল থাকত, তা হলে ত এটা কত্তুম না, আমারই যদি ভোগে হলো না, তবে ভাল হলেই বা কি আর মন্দ হলেই বা কি, আমার তায় কিছু ক্ষেতি নেই, সে বেটা মরবে আপনিই মরবে, দেখি না খাইয়ে কি হয়, সকল-কার শরীর গতিক সমান নয়, কেউবা ভেঁড়র মত বস হয়ে রয়, যদি তাই থাকে জানব কেমন করে, হতেও ত পারে, তাই ত হয়, ও মদ খেয়ে টলে না, ওকে কি সামান্য সেকড়ে পাগল কত্তে পারবে, একটা পরক করেই দেখা যাগ না, তবুও ত একটা জিনিষের গুণ টের পাওয়া যাবে, এখন এক বার এলে হয়, দেখি তিনি কেমন রাঁড় বাজি ওলা, আগেতে জুতিয়ে নম্বা করব তার পরে আর কথা, এখন ও ঘরে শুইগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

জেল খানা ।

(গণেশ দেবের উপবেশন, ও পাহারাওলার প্রবেশ)

পাহা। মশাই আমি কি করব বলুন, জমাদার সাব আপনি দেখেছে ছেড়ে দিলে আমার নকরি যাবে।

গণে। বাপু হে আমাকে রক্ষা কর, তা না হলে আমার মুখ দেখান ভার হবে, আমি কিছু জানি না সেই মাগী যত নষ্টের গোড়া ।

পাহা। হ্যাঁ! হ্যাঁ! সে মাগীকে আমি চিনে নিয়েছি, সে বেটী বড় পাজি ; আমাকে মাপ করুন আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

গণে। দেখ বাপু পাহারাওলা আমি না হয় পালাই, তুমি বলো আসামী ভাগড়া হয়েছে।

পাহা। ও মশাই তা হলে মেরে তাড়িয়ে দেবে আমি তা পারব না, আমাকে বলবে কোন কর্ম্মের নয় সেটী হবে না।

গণে। তবে কি করব বাপু, হয় আমাকে মেরে ফেল না হয় ছেড়ে দাও, এ কি সর্ব্বনাশ পঞ্চানন আসচে

যে আমাকে দেখতে পেলে মনে করবে কি, আমি কোথায় যাই এ স্থানটী ভাল, লুকিয়ে থাকি। (অবস্থিতি)

(পঞ্চানন ভট্টের প্রবেশ)

পঞ্চা। হ্যাঁ গা বাপু, ওহে বাপু, তুমি আমার গুরু দেবকে দেখেছ।

পাহা। একি কাজিহোস পেয়েচ ?

পঞ্চা। বাপু হে তা নয় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচি বিদ্রূপ কর না, গণেশ দেব কোথায় বল্তে পার ?

পাহা। ঝড় নেই, মেঘ নেই, বিদ্যুৎ কি রূপে হবে, গণেশ দেব কোথায় আছে কে জানে।

পঞ্চা। না বাপু যদি বলে দাও বড় বাধিত হই।

পাহা। তোমার কেবল গলায় পৈতে, গণেশ দেব মুদির দোকানের কোলঙ্গায় আছে।

পঞ্চা। (সক্রোধে) দেখ নেড়ে এই দণ্ডেই তোকে ব্রহ্ম-শাপে ভস্ম করে ফেলব।

পাহা। ঠাউর শাপ কি আর আছে, সব নেজগুড়িয়ে গত্তে ঢুকেচে।

পঞ্চা। তোমার শরীরে কি একটু দয়া নাই, আমি প্রাতঃ-কাল হতে ঘুরে ঘুরে তোমার কাছে এ ।

কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এলুম, তা তুমি তামাসা করেই উড়িয়ে দিচ্চ।

পাহাঁ। তামাসা এখন কোথা পাবে, পরবের এখন ঢের দেরি।

পঞ্চা। কি বিপদ! প্রভু তোমার অন্বেষণে আমি অনেক পল্লি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু তোমায় দেখতে পেলাম না, অবশেষে মুসলমানের হস্তে পতিত হয়ে আমার হত বুদ্ধি হয়েছে, আর আমার দোষ নেই, আমি যেন কোন পাপে লিপ্ত না হই,(পরিভ্রমণ) আমাকে কাজে কাজে বাটী প্রত্যাগমন কর্ত্তে হলো। (গমনোদ্যত)

(গণেশের পুনঃ প্রবেশ)

গণে। (স্বগত) গমনোদ্যত হয়েচে যে (প্রকাশে) ওহে বাবাজী আমাকে একলা ফেলে কোথায় যাও, আমি এখানে বন্দী আছি।

পঞ্চা। মহাশয় সে কি! আপনি কি প্রকারে বন্দী হলেন?

গণে। সে সব কথা পরে হবে, এখন টাকা কড়ি কিছু সঙ্গে আছে, এ ব্যক্তি বড় সৎ, তা হলে নিষ্কৃতি পাই।

পঞ্চা। (স্বগত) আমার সঙ্গে যে টাকা আছে সে দিলে আর পাবার প্রত্যাশা নাই, (প্রকাশে) আজ্ঞে

না, আমার সঙ্গে টাকা নাই, পাহারাওলাকে বাটীতে যেতে বলুন দেওয়া যাবে এখন।

গণে। সে ও শুনবে না।

পাহা। তোমাদের কর্ম্ম নয়, বাঙ্গালী আদমি রোপেয়া দিতে হোলে মরেণ, যেমনকে তেমন, থাক।

গণে। না বাবা, দোহাই বাবা, আমি বাটীতে গিয়ে নিশ্চয় টাকা দিব, কোন রূপে অন্যথা হবে না।

পাহা। ও ঝুটা বাৎ হাম শোনেগা নেই, কালা বাঙ্গালী বড়া হারাম খোর।

পঞ্চা। (স্বগত) এখন এমন অবস্থায় যদি দু টাকা যায় তা কি করা যাবে (প্রকাশে) তোমায় কি দিতে হবে বাপু ?

পাহা। হ্যাঁ! এখন পথে এস, হাম আগে বোলা, দোআদমিকো ছোড়েগা, মাতামে দো দোরোপেয়া লেগা।

পঞ্চা। আবার কে, আমি আর কাহাকে চিনি না, এঁর দরুণ দু টাকা নাও। (মুদ্রা প্রদান)

পাহা। তবে ঠাকুর আমি ওকে ছাড়ব না, ও আমাকে পূজ কত্তে পাল্লে না।

গণে। সে মেয়ে মানুষটিকে রেখে গেলে আমার যে কলঙ্ক সেই কলঙ্ক, ওকে যে প্রকারে হয় খোলসা করবার চেষ্টা কর ?

পঞ্চা। মেয়ে মানুষ আবার কে ?

গণে। ঐ দাসী, ওর জন্যেই আমার এত বিভ্রাট,

হ্যাঁ হেঁ বাপু! পাড়ায় কোন রকম গুজব শুনতে পেয়েচ? তুমি আমার প্রিয় শিষ্য তোমার কাছে কোন কথা গুপ্ত নাই, আমার কোন দোষ নাই, বিনা অপরাধে আমাকে বন্দী করেছে।

পঞ্চা। (স্বগত) আপনার গুণাগুণ সব বিশেষ অবগত আছি, কাজে কাজে আর দু টাকা দিতে হলো (প্রকাশে) মহাশয় এ টাকা ধার করে এনেছি আজকে দিতে হবে।

গণে। বাটীতে গিয়েই দিব, ইহার অন্যথা হবে না।

পঞ্চা। এই আর দু টাকা নাও, দাসীকে ছেড়ে দাও, আমি অগ্রে যাই, গিয়ে অপর অপর লোককে বলিগে যে আপনি শিষ্য বাটী গিয়েছেন।

[প্রস্থান।

গণে। হাঁ হাঁ বাপু তাই করগে, আমাকে বাঁচাও, আমি তোমার কেনা দাস। (পাহারাওলার প্রতি) পাহারাওলা বাপু খুসি হয়েচ ত, সে মেয়ে মানুষটিকে বার করে দাও, সে যদি দুট কড়া কথা বলে তা সহ্য করে থেক, তার একটু বেয়ের ছিট আছে, কিছু মনে কর না, হেঁসে উড়িয়ে দিও, তোমরা হলে মহৎ লোক।

পাহা। আর তাকে কিছু বলবার দরকার নেই, তার

দাম পেয়েচি, আমি এখুনি গিয়ে ছেড়ে দেব, আপনি এগুন, এখন বরাবর বাটী যাবেন ত, আমাকে যেন মনে থাকে।

গণে। তোমাকে চিরকাল স্মরণ করব, তুমি আমার বিশেষ উপকার কল্লে, আমি তবে এখন আসি, কিন্তু মেয়ে মানুষটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ভাল হয়।

পাহা। আচ্ছা তাই হবে।

[প্রস্থান।

গণে। (স্বগত) আমার আর নয়, বিলক্ষণ নাকাল হয়েছি, এখন কি করি, এ দেশে থাকা উচিত কি না! না থাকলেই বা চলে কেমন করে, কিসে কি হয় কে বল্তে পারে, এমন হবে স্বপ্নের অগোচর, যা হগ আর আমি নেই।

(দাসী ও পাহারাওলার প্রবেশ)

পাহা। মশাই এই আপনার আসামি নেন, আমার উপর রাগ করবেন না, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

দাসী। না, তুমি ওঁর বাপের ঠাকুর কি না রাগ কর্ব্বেন কেন, আপনার কাজ হয়েছে ত এখন যাও।

গণে। দাসী আর মিছে কথা বাড়াও কেন, চল আস্তে আস্তে বাড়ী যাই।

দাসী। তুমি এত ভয় পাও কেন, আমি এখন নিজ মুর্ত্তি ধরি নি, আমি সে টকরে ছোঁড়াটাকে চিনি, আমাদের ছোট বাবুর সঙ্গে আলাপ আচে, এত দিন ছোট বাবুকে কিছু বলি নি, বোধ হয় তাঁরই কর্ম্ম, আচ্ছা, তাঁকে দেখব এখন, আমি এত দিন তাঁদের সঙ্গে লাগি নি বলে খেতে পাচ্ছেন, এবার ডান হাতের ব্যাপার বন্দ।

গণে। তা হলে কি হয় আমি আর নেই, আমার জন্মের মত হয়েছে।

দাসী। পাগল নাকি তুমি, এক এতেই পেচুলে, ভয় কি আবার যেমন ছিলে তেমন করব তুমি দেখত।

গণে। তা হয় পরে হবে, এখন বেলা যায়, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাম বসুর অন্তঃপুর।

বিনোদ ও ভগবতীর উপবেশন।

ভগ। ওদের জ্বালায় ত আমি আর টিকতে পারি না, কিসে আমার অনিষ্ট হবে সর্ব্বদা সেই চেষ্টায় ফেরে, এই দেখ সে দিনে কি কাণ্ড কল্যে, যদি না বিষ ধরা পড়ত তা হলে ত বিষম হয়ে ছিল, ভিতরে ভিতরে এত করেছে তা কে জানে।

বিনো। আমি তা তখনি টের পেয়েছি, ওদের মধ্যে কে কল্যে বল্তে পার?

ভগ। ওদের কাউকে বিশ্বাস নেই, সব সমান ঐ যে তোমার মা দেখচ, উনি কি একটি কম নাকি, উনি শিক্ষিয়ে দেন, ওরা কাজে করে।

বি[illegible] ই ত, মায়ে ত এমন দেখিনি, সন্তানের এত অত্যাচার, দু দিন বাদে মত্তে যাবেন,

দাসী। না আগুন দিবে কে?

তোমার আগুনের জন্যেই নাকি বসে আছেন,

ছেলে ত শ্যাম, তুমি পর বৈত নয়, তোমাকে নাকি উনি গ্রাহ্য করেন।

বিনো। এই বারে করেন কি না করেন দেখব, শ্যামের কমলের সঙ্গে যে বড় ভাব, এই বারে সেই খানে যান, গিয়ে থাকুন, কত ধানে কত চাল দেখবেন এখন, আমি কি আর মনে করেচ ওদের খেতে পত্তে দেবো, কখনই নয়, আমার প্রতি এত অত্যাচার, বেশ, এই বারে দেখুন।

ভগ। মা তোমার শ্যামের গুমরেই গেলেন, এই বারে শ্যাম কোথায় থাকে দেখব, ওরা যদি বাড়ীতে থাকে আমি থাকব না, শেষ কালে কি হাতের নোয়া গাচটাও থাকতে দেবে না, এতে আমি ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করি কেমন করে।

বিনো। না, ওদের সঙ্গে আমার এই বারে জন্মের মতন হলো, এত বাড়াবাড়ি তা আমি জানতাম না, অপর হলেও এমন করে না, তুমি জান, আমার রাগ হলে রক্ষে নেই, সে দিনে না জানতে পাল্লেই ত গিয়েছিলুম, ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষে।

ভগ। সে কথায় আর কাজ কি, অমি ত তোমায় বরাবর বলচি, তুমি মনোযোগ কর না।

বিনো। এত দূর তা আমি জানতাম না, যত কিছু বলি না বুক বলে গেচে, আজ অব্দি ওদের পায়ে নমস্কার, ওদের আর মুখ দেখতে চাই না।

ভগ। কোন লজ্জায় আর মুখ দেখাবে, অতি বড় বেহায়া যে সে ও পারে না, তুমি বলগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে, না হয় ত আমি চল্লুম।

বিনো। তোমার মত স্ত্রী পেয়েছিলুম তাই সংসারে থাকা, এখন তুমি ওদের বল যে এখানে থাকা হবে না, আমি আর ওদের খেতে দিতে পারব না, ওরা যেখানে হয় করে খাগ গে।

ভগ। আবার শুনেচ, সে দিনে নাকি কমল দাসীকে অপমান করেছে।

বিনো। তার কথা ছেড়ে দাও, তাতে কি আর পদার্থ আছে।

ভগ। দাসীকে সে অপমান করে এত বড় আস্পর্দ্ধা।

বিনো। সেটা মাতাল, তার কথায় কাজ কি, এই বারে ভায়ার বন্ধুত্ব কোথায় থাকে দেখব, মস্ত বাড়ীটে পড়ে আছে, থাক বার জায়গা হবে, কিন্তু খাবেন কি?

ভগ। সে খানে থাকবে তুমি কেমন করে জানল্লে, তারা না থাকতে দেয় ত বেস হয়।

বিনো। শ্যাম কথায় কথায় বলে শুন না, পর হয়ে আপনার মত ব্যবহার করে, সে কার খাতিরে, এই বারে করুক না।

ভগ। তাইতে বটে, বগলা আমাদের বাড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে আসত, তোমার বর্নের সঙ্গে ফুস ফুস

করে কত কথাই কৈত, আমি অমন ছোট কথায়
কান দিই না, তাদের তুমি বারণ করে দাও
থাকতে না দেয়, তোমার কথা তারা শুনবে না?

বিনো। তাদের বাড়ীর এখন কর্ত্তা নাই, আমি কিছু
বল্তে চাই না, থাকতে দেয় থাকুক গে, তুমি
শীঘ্র যাও গিয়ে বার করে দাও গে, আমি
আর ওদের মুখ দেখব না।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) দাদা বাবু! তোমার কাছে
থেকে আমায় অপমান হতে হলো, আমাকে
দিদি ঠাকরুণ যা ইচ্ছে তাই বল্লেন, আমার কি
অপরাধ আপনি বিচার করুন।

বিনো। খেঙরা মাত্তে মাত্তে বাড়ী থেকে বার করে দাও,
ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই, শামা কোথায়
গেলো, তাকে ডেকে দাও দেখি।

দাসী। তিনি ঐ যে, ও ঘরে কি পরামর্শ কচ্চেন, আচ্ছা
আমি ডেকে দিচ্চি; কিন্তু আমার বিষয় কিছু
বিবেচনা না কল্লে আমি থাকব না।

[প্রস্থান।

ভগ। অমন গুণের লোকটি আর পাব না, দাসী যদি চলে যায় আমি আর কাকে নিয়ে থাকব, আমিও বাপের বাড়ী যাব।

বিনো। ও যাবে কোথায়, আমি কি ওকে কোথাও যেতে দেবো।

(শ্যামের প্রবেশ)

শ্যাম। দাদা কি আমাকে ডাকছেন?

বিনো। হ্যাঁ ডাকচি, আমার এখন কর্ম্ম কাজের সুবিধা নাই, তোমাদের আমি প্রতিপালন কত্তে পারব না, তোমরা যে যার আপনার পথ দেখ, আজ কাল ভাল মানুষের কাল নেই।

শ্যাম। তা অবশ্য, আপনার না হলে আপনি কোথা থেকে দেবেন, তা এত ঝগড়া বিবাদের কি আবশ্যক ছিল, পূর্ব্বে বল্লেই ত হত।

ভগ। বলবে আবার কি, নেকা নাকি, ভাজা মাচটি উল্টে খেতে জানেন না, আবার কি করে বলবে।

শ্যাম। বৌ তুমি মাতৃ তুল্য, তোমাকে আর কি বলব, আমি সব জানি।

বিনো। আর জানা জানিতে কাজ নেই, তোমরা আর আমার কাছে মুখ দেখিও না, দূর হয়ে যাও।

শ্যাম। (রোদন) বৌ, এটা কি তোমার ভাল হলো, মা যে দাদাকে না দেখলে বাঁচেন না।

বিনো। যার যত স্নেহ আমি তা জানি, তোমার আর নেকরায় কাজ নেই, তুমি ওদের নিয়ে বেরও, একলা মানুষ আর কত সৈব, শেষ কালে প্রাণ নিয়ে টানা টানি।

শ্যাম। দাদা! তাতে কি আমাদের দোষ।

ভগ। না, তোমাদের দোষ কেন, তোমার ভাই, বোন, মা, আমি মাগ বৈত নয়, আমারি যত দোষ, আর কালা মুখ নেড় না।

শ্যাম। হোঃ! দাদা তবে আমি আসি।

বিনো। তোমাদের যেন মাথার চুলটি পর্য্যন্ত থাকে না।

শ্যাম। (রোদন) না, বেস—

[প্রস্থান।

ভগ। (স্বগত) এখন ত এ দিক্কার এক রকম হলো, বামুন ঠাকুরকে আনবার কি, দাসী আছে, (প্রকাশে) চল চল দেখি গে ওরা আবার ঠাট করে কাঁদচে, লজ্জাও করে না।

বিনো। খুব সাবধান, যেন ওরা আর বাড়ীতে আসে না।

[প্রস্থান।

ভগ। (স্বগত) আর আমাকে কে পায়, এখন কমলের মাথা খেতে হবে, এ পাড়ার ভেতরে থাকতে দেবো না, যাই এখন বামুন ঠাকুরকে খপর পাঠাই গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হারাধন মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

(বগলা ও শ্যামের প্রবেশ)

বগ। বিনোদ কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ পেলেন না, বুড় মাকে তাড়িয়ে সুখী হলেন, মা কি ওর যত ভার, কেমন চমৎকার কাল হয়েছে, ঘরে ঘরে কেবল কষ্ট।

শ্যাম। ভগবান আছেন, চিরকাল মনুষ্যের সমান যায় না, কিন্তু তোমরা যে রূপ আমাদের উপকার কল্লে তা চিরকাল মনে থাকবে, ভেবে দেখ আমাদের অন্য কোন উপায় নেই, দাঁড়াবার

স্থান নেই, এমন নিরাশ্রয় অবস্থাতেও দাদা মুখ তুলে চায়লেন না। এখন আমি মাকে সুস্থির করি কেমন করে, দাদা তিরস্কার করুণ যা করুণ তাঁর দাদা অন্ত প্রাণ, বোধ হয় ভেবে ভেবে মারা পড়বেন।

বগ। সে সব আমার উপর ভার রইল, এখন কমলকে তুমি ভাল করে দাও, ওঁর ভাবনায় আমি গেলুম।

শ্যাম। কমল ত আমার সঙ্গে আর দেখা করে না, কতক গুল বদ লোকের সঙ্গে মিসে খারাপ হয়ে গেছে, দেখা হলে দুই একটা কথা কয়ে কেবল পালাবার চেষ্টা করে, কি আশ্চর্য্য ! কমল যে এমন হবে স্বপ্নের অগোচর।

বগ। তাঁর কাল হলো, দাদা গেলেন, যা কিছু ছিল সব হাতে পেলেন পেয়ে একেবারে নেচে উঠলেন, আর কতক গুলো বদ ইয়ার জুটল, তাতেই আরো সর্ব্বনাশ হলো।

শ্যাম। কমলেতে আমাতে অভেদ আত্মা ছিল, এখন আছে, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করেন না।

বগ। তা যদি করবে তবে আর এমন দশা হবে কেন, তুমি যেমনী করে পার ভাল করে দাও, সে দিনে বৌ মা চাবি দিয়ে রেখে ছিল তা আমরা

না আসতে আসতে দোর ভেঙ্গে পালিয়েচে, বৌমার জন্যে আমার আরও কষ্ট হয়েচে, বৌ ত নয় সোণার প্রতিমে, কথা মধু মাখা, যত্ন, আমরা এত জানি না, ওর মাকে ধন্য, আহা! মাগি এমন মেয়ে নিয়ে ভোগ কত্তে পাল্লে না।

শ্যাম। আমি তোমার কমলকে ভাল করে দিচ্চি, ভয় কি, ভেব না, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।

বগ। আহা, তা হলে আমায় বাঁচাও, আর কষ্ট সহ্য কত্তে পারি না, আমার মোহা প্রাণী বেরয় বেরয় হয়েচে।

শ্যাম। এখন তোমার হাতে মাকে এনে দিয়েছি, যায় উনি ভাল থাকেন কর, আর আমি অধিক কি বলব।

বগ। আমাকে কিছু বল্তে হবে না, আমরা সব এক, কেবল আমাদের পৈতে নেই, তোমার বাপের সঙ্গে আমার বাপের যে ভাব ছিল, আপনার ভায়ে এমন হয় না, তোমারও তেমনি যত্ন, তোমা হতেই তোমার মায়ের সুখ হবে, বলি দাদা এমন হলেন কেন?

শ্যাম। কি বলব বল, বৌ হয়েছেন আমাদের বিপক্ষ, এতে কি আমাদের নিস্তার আছে, বল্তে নেই, বয়ের স্বভাব মন্দ হয়েছে, দেখিনি শুনতে পাই।

বগ। বুড় হয়েচে, ওমা! সে কি গো, ছেলে পুলে হয়েচে, অমন রাজা স্বামী লজ্জা করে না।

শ্যাম। লজ্জা থাকলে ত, ছেলেরা ওর ত্রিসীমানায় থাকে না, দেখলে জ্বলে যায়, এখন আমরা চলে এসেছি তাদের ভারি আবস্থা হবে।

(জগদম্বার প্রবেশ)

জগ। শ্যাম মাকে ত ভাই আমি ঠাণ্ডা কত্তে পারি না, তিনি কেবল কাঁদচেন, হায় হুতাস কচ্চেন, তুমি এক বার যাও সুস্থ কর গে।

শ্যাম। তুমি পাল্লে না আমি কি পারব, গোলাপ কোথা, ও কোথা, তাদের সেই খানে থাকতে বল গে।

জগ। তারা ত আছে তুমি এক বার যাও।

শ্যাম। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

বগ। আমাদের জন্মটাই বৃথা, কোন দিকে সুখ নেই, মরণ হলেই বাঁচি।

জগ। যা হগ দাদারই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হাড়ে বাতাস লেগেচে, শ্যামা আমাদের বেঁচে থাকুগ,

ও হতে সব দুঃখ ঘুচবে, এই সে দিনে পাঁচশ টাকা পেয়েচে তা অমনি মাকে এনে দিলে, এখন একটি বাড়ী কত্তে পাল্লেই হয়, আপাতক তবু মাথা গোঁজবার স্থান পেয়েচি, তা না হলে দাদা ত ভাসিয়ে ছিলেন।

বগ। এ ভাই তোমাদের ঘর, তোমরা সচ্ছন্দে থাক, এই বারে যদি আমার কমল ভাল হয়, তা হলেই রক্ষে—শ্যামের সঙ্গে মিশলেই ভাল হবে।

জগ। ভাল হবে বই কি, তার আর ভাবনা কি— আগুতে বোয়ের লাঞ্ছনা খেতে খেতে প্রাণ গেচে, এখন যদি বা একটু সুবিতে হলো তা আর একটা।

বগ। সে আমার ছিল ভাল, তবু ভায়েদের মুখ দেখলে ঠাণ্ডা থাকতুম, এখন দেখ না এত বড় বাড়ী জন মানব নেই, আমাদের পরিবার ত অল্প ছিল না।

জগ। সময়ে সব হয়, যোমে নিলে আর কে রাখতে পারে বল। আর আমার দুঃখ নেই আমি নিশ্চিন্দি হয়েচি, মাকে এখন ভুলিয়ে রাখব।

বগ। শ্যাম বলে ছিল তোমাদের বোয়ের নাকি স্বভাব মন্দ হয়েচে, সে কি, তা ত কখন শুনি নি।

জগ। তা ভাই পরমেশ্বর জানেন, আমি কিছু জানি না, কই না, তবে যদি বল এত দূর হলো কেন,

তার কথা আছে ; এক দিন গুজব শুনে ছিলুম, ও পাড়ার সেই বামুনের সঙ্গে আছে, তা সে মিচে কথা, তিনি বড় ভাল মানুষ, তার পর দাদার খাবারে কেমন কি পড়ে ছিল, বউ বল্লে ও খাবার খাওয়া হবে না, ওতে বিষ আছে, সে আমি তয়েরি করে ছিলুম কি না— তাই দাদা বল্লেন কি এত বড় আস্পদ্ধা! দে ওদের বাড়ী থেকে বার করে, আমরাও কোমর বেঁধে ছিলুম, মুখের রা না খসাতে খসাতে বাড়ী ছাড়লুম, শ্যামাকে নাকি বউ কতক গুল মুখের ওপর বলেচে, তা ও কি তেমন ছেলে উত্তরও দেয় নি, আর এক দিনের আর কথা শোন, সকাল সকাল তাড়া তাড়ি দাদার খাবার করে নিয়ে ওপরে গেল, গিয়ে বিষ না কি মাখায়, তখন একটা চাকর দেখতে পেয়ে দাদাকে বলে দিলে, দিতেই দাদা বল্লেন ও কখন করে নি, আর কত আছে ক্রমে ক্রমে সব বলব।

বগ। বিষ মাখাবার কারন কি ?

জগ। কেন, তা হলে বলবে তোমার বনেরা তোমাকে মারবার চেষ্টা করেচে, ভাগ্যিষ চাকরটা দেখতে পেয়ে ছিল, তাই রক্ষে, তা না হলে সেই দিনেই বাড়ী থেকে বার করে দিত, চাকরটা বল্লে আমি আর এ সংসারে চাকুরি করব না,

দাদা বল্লেন তোমার চখে আগুন লেগে যাগ, তুমি এখনি বেরোও, সে আরও কি বলে ছিল, শ্যামা জানে, আমরা ভাই ও সব কথায় কান দিই না, কেবল মাকে নিয়ে পড়ে আছি।

বগ। আমার বৌ মাকে দেখলে?

জগ। হ্যাঁ তিনি ঐ যে মার কাচে রয়েচেন, কি বলব, তোমার কাছে এসে যে কি সুখি হয়েছি, যদি তোমার কমল অমন না হত তা হলে সুখ রাখতে জায়গা থাকত না; ও আর কি চির কাল অমন থাকবে, শ্যামা বলেচে "আমার সঙ্গে এক বার দেখা হলে হয়, তা হলেই সব সোদরাব"।

বগ। তাই হলেই বাঁচি বোন, আর পারি না, ভেবে ভেবে গেলুম, দাদা যা রেখে গেচেন খাবা পরবার ভাবনা নেই, এখন কেবল কমলের ভাবনা।

জগ। এখন ভাই তুমি এস মাকে বোঝাবে, কেবল বলচেন আমি মরব, আমাকে বিষ এনে দাও, দাদার একটু গা ভার করেচে শুনে আর যেন কেমন হয়েচেন, ওঃ! দাদা এমন মার পানে এক বারও চাইলেন না, মানুষের চামড়া গায়ে নেই।

বগ। তা ওঁকে কাশী পাটিয়ে দাও আর তুমি সঙ্গে থাক, সেই ভাল, তোমার শ্যাম আমার।

জগ। আঃ! তা হলে ত বাঁচি, এ অবস্থায় তাই উচিত, আর কেন, এ জন্মে যা হবার তাত হলো,

তাই ভাল, এস শ্যামকে বলবে, আমার ভাই খুব ইচ্ছে।

বগ। আচ্ছা আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্চি, তুমি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মনমোহিনীর বাটী।

(কমলের প্রবেশ)

কম। কোথা হে মনি বাবু কোথা, তিলী গিন্নি কি কচ্চে, বা! কারু সাড়া শব্দ নেই, যে, সকলে মরেছে না কি?

(মনমোহিনীর প্রবেশ)

মন। (সক্রোধে) পোড়ার মুখো, তোমার মুখ দিয়ে রক্ত তুলব জান না, কাল সেই আসব বলে গেলি, আর দেখা নেই, বেরো এখান থেকে, আমার বাড়ীতে তুই আসিস না।

কম। কেন আমি তোমার কি অপরাধ করেছি, কাল আসতে পারি নি, বড় বিপদে পড়ে ছিলুম, তা না হলে তোমা ছাড়া আমি এক দণ্ড নই, তোমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে কেবল তোমার মূর্ত্তি মনে করি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তখনই জানি একটা গোল বাদবে, তা শুনলে না, আমাকে চাবি দিয়ে রেখে দিলে।

মন। আমি যখন তিলীকে পাঠয়ে দিলুম, তখন তুই কোথা ছিলি?

কম। (স্বগত) বাঁচলুম ভাল করে কথা কৈলে (প্রকাশে) দুঃখের কথা কি বলব, আমাকে ঘরে পুরে চাবি দিয়ে ছিল।

মন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কে রে তোর মাগ নাকি? তোর মাগ আমার সতিন হয়েছে বুঝি, তাকে ছাড়তে পার, তবে আমার কাছে এসো, নইলে এসো না, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

কম। আহা সে গরিবের কোন দোষ নেই, পাঁচ বেটীতে তাকে খারাপ করেচে, যা সিকিয়ে সিকিয়ে দেয় সে তাই করে।

মন। পাঁচ বেটী আমার সঙ্গে লেগেচে, আমি কেমন মেয়ে মানুষ, এখন টের পায় নি, তোকে আর কোন কালে বাড়ী যেতে দেব না।

কম। (স্বগত) এই বাড়ী আসতে দেবে না বল ছিল,

ও মিছে রাগ, (প্রকাশে) আমাকে এ বার কার মত মাপ কর, আমি তোমার বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যাবো না।

মন। আচ্ছা দেখিস (স্বগত) তা তবু কি জানি, যদি আবার কোথাও যায়, ওষুদ খাওয়াতে হবে, যদি পাগল হয়, হলই বা, তবুত মেগের হবে না, আর কার হবে না, (প্রকাশে) এসো হে, বসো, অনেক পরিশ্রম হয়েচে, একটু বাতাস করি, চুরি করে পালিয়ে এয়েচো, না ছেড়ে দিলে।

কম। না ছেড়ে কি দেয়, আমি দোর ভেঙে পালিয়ে এয়েচি, তোমাকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে আমি বাঁচি না।

মন। (স্বগত) তা সত্যি বটে, কিন্তু আমাকে ওষুদ কত্তে হবে, একসোবার আমার মনে যে কালে ঐ কথা উটচে, আমাকে কত্তেই হবে, আর না হয় পাগল হয়ে পড়ে থাকবে, ওর যা নেবার নিয়েচি, যদি আমার বসে থাকে, দেখি না।

কম। অমন করে চুপ করে রইলে যে, কেন? তোমার মনে আর রাগ নেই ত?

মন। না ভাই রাগ করব কার উপরে, তুমি এয়েচো, মদ নেই তাই ভাবচি।

কম। কেন এক উজন এনে দিলুম, সব কি গেছে, এর মধ্যে পার করেছ নাকি? ধন্নি পেট, বাবা।

মন। যে তোমার ইয়ারেরা, কিছু কি থাকবার যো আছে, ছিটে ফোঁটা নেই, এক এক জন দু বোতল করে পার করেচেন।

কম। বেস হয়েচে, তার আর দোষ কি, তখন কাল আবার আনা যাবে, আজ কিন্তু একটু হলে ভাল হত।

মন। এক ছিলিম গাঁজা সেজে দেবো তবে?

কম। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই উত্তম বেস বলেচ।

মন। (স্বগত) তবে এই বার সেই পানটা খাওয়াই, দেখ পান যেন নিতান্ত পাগল করো না, আমার বশে যাতে থাকে তাই কর, (প্রকাশে) পান খাও, আমি এক ছিলিম গাঁজা সাজি।

কম। সাজ, সাজ, পানে চুন বেসি হয় নি ত? (পানগ্রহণ)

মন। তুমি চুন কম খাও আমি কি তা জানি না।

কম। এক বার খুলে দেখি, পানের চুনই আসল।

মন। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?

কম। এমন কথা, তবে এই খাই, ইস চুল নাকি?

মন। ফেলে দাও না, নেকামো কর কেন, একটা পান খাবেন তা চুন, চুল, কত রঙ্গই হচ্চে, সাধে কি বলি আমাকে মনে ধরে না, (গাঁজা সাজিয়া) এই নাও খাও।

কম। (খাইতে খাইতে) পানই আমার পক্ষে গাঁজা হয়েছে, যে সুপুরি দিয়েছ মাথা ঘুচ্চে।

মন। (স্বগত) তবে পেটে রস গেচে, (প্রকাশে) নেকরা কর কেন, মরে যাই আর কি, এত ঠাট কোথা ছিল।

কম। কাণ ভোঁ ভোঁ কচ্চে, মাথা গেল, জল দাও, গেলুম গেলুম।

মন। গাঁজায় বুঝি দোক্তা কম হয়েচে? তাই পাগলাম ধরেচ, তোমার মতন ভাবিনী আর দুটি দেখি নি।

কম। দোহাই ধর্ম্ম, আমি কিছুই জানি না, আমাকে মাপ কর, আমি তোমার গোলাম, জীব ভিতর দিকে টানচে, একি হলো আমার মাথা গেল, আমি কি মরব নাকি, না, না, না, ধিন্তা ধিনা তাধিন ধিনা, হুরে হুরে।

মন। (স্বগত) একি খেতে খেতেই হলো নাকি, আজকের দিনটে যাগ, কাল টের পাওয়া যাবে, না, নেস্যাতে অমন কচ্চে (প্রকাশে) (হাসিতে হাসিতে) কি হে ইয়ার, দশ বোতল মদ পার কর, এক ছিলিম গাঁজার দম সইতে পার না।

কম। তিতিক্ তিল্লা, তিতিক্ তিল্লা, দিগ, দিগ, দিগ, দিগ, ক্রুর হো, হো, হো, আমার মা কই, আমার সুর কই, সুরকে আমি বড় ভালবাসি, আমাকে ফেলে সে কোথা গেল। (ক্রন্দন)

মন। বাহবা বেশী, সাবাস্, কত নেকামোই যান। (গালে ঠোনা)

কম। ওলাই চণ্ডী আমাকে খেতে এয়েচিস, মাকে গিয়ে আমি এখনি বলে দেবো।

মন। তোর মা কে?

কম। চোপরাও বাঁদী—মাথা গেল—ফাটল—বেঁকল—রক্ত পড়চে।

মন। ঠাট রাখ, এখনি গলা টিপে মেরে ফেলব।

কম। তোম কোন হেয়, বাহার যাও, হাম তোমারা মু দেখনে নেই মাংতা।

মন। বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে।

কম। ও বাবা, আমার শীত কচ্চে, ওমা পাখা খানা আন, রোদ হয় বিষ্টি হয়, শ্যাল কুকুরের বে হয়।

মন। (স্বগত) এতো ঘোর বিপদ, ওকে কৌশল করে বাড়ী পাঠান যাগ, (প্রকাশে) পাগল তোর সুমুখে ঐ সাপ।

কম। সাপ খাই বিছে খাই খাই তোর মাতা।
শিকড় খাই মাকড় খাই খাই গাছের পাতা॥
রাজা মারি উজির মারি ডর কারে করি।
আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল হরি বোল হরি॥
ছুঁচো বেটী বাঁদর বেটী আমার সঙ্গে বাদ।
তোমায় লয়ে কাশী গিয়ে পুরাই মনের সাদ॥
রাস্তায় আছে ছেলের মা যাবি কোথা দিয়ে।
না পারিস তো ডেকে নিস ঠিকানায় গিয়ে॥

আমার ঘরেতে আছে লক্ষ্মী আই বুড়ী।
জিলিপি কোচুরি খায় খায় কড়াই মুড়ি॥
বলি—শুনচ্ ওরে বাঁদী বেটী তোরে ডেকে কই।
অবশেষে দিলে তুমি পাকা ধানে মই॥
কোথা গেল সে আমার সে বিধু বদন।
কেমনে যাইব আমি তার নিকেতন॥
হায় হায় মরে যাই হায় হায় হায়।
সুর কই সুর কই কব আর কায়॥
আমার মনের কথা কে আর জানিবে।
কোলে করি আলাপন কে আর করিবে॥
চুলো মাতা যার তার আগে মাতা খাই।
বেদে বলে যথা ভাই তথা ঠাঁই ঠাঁই॥
আমার দোসর কেবল হাত আর পা।
যাদু চলে মনি চলে পা পা পা॥
মরে যাও খানায় ডুবে মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
আমার সাম্নে বেয়াদবি নাহিক কি লাজ॥
এক কামড়ে খাব তোর নথ ওলা নাক।
দেখব তোরে চেরন দাঁতি থাক থাক থাক॥

মন। ও পাগল শোন, মদ খাবি?

কম। মদ খাওয়া বড় দায় জাত কিসে থাকে।
খাব কি না খাব আমি ডাকি আগে মাকে॥
মা বই কাহারে আমি জানি না এখন।
কলিরাজ ধর্ম্ম কেন হইল এমন॥

ছাতা দিয়ে কোন বেটা কি মাতা রাখে মোর।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণের নিশি হইল ভোর ॥
ধিন্তা ধিনা তাধিন ধিনা ডাল ভাতে ভাত।
তাস খেলি এক হাত পেলে ছুটো কাত ॥
কাত হয়ে পড়ে থাকি মুখে দিস জল।
বাজু দিয়েছি বালা দিয়েছি আর দিয়েছি মল ॥
সোণা দানা জহরৎ দিলে কোন বাপে।
জলে মলুম জলে মলুম ঐ মনস্তাপে ॥
ভূত যায় পেত্নি থাকে একেমন রে বাপ।
জন্মের মত বিদায় হই আমায় কর মাপ ॥

[বেগে প্রস্থান।

মন। (স্বগত) যা হগ এখন আপাতক বাঁচা গেল, বাড়ীতে এ রকম অবস্থায় থাকলে লোকে সন্দেহ করত, (চিন্তা করিয়া) ছোঁড়া একেবারে গেল, তা কি করব, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, ভালই বা না হবে কেন? তা—আমার আর কি জুটবে না, পোড়া কপাল আর কি, তবে কি না ও যাওয়া আসা কচ্ছিল, টাকা কড়ী খোর পোষ বিষয়ে খুব সাওখোড় ছিল, তা আমাদের ব্যবসাই হলো ঐ, ছেলে বেলা হাতের নো খসিয়ে বেরিয়ে এসেছি, সেই অবদি ও আমার

সঙ্গে ছিল, এত দিনত বেস ছিল, উনি বাড়ী যাবেন, আর কোথায় যাবেন, তা আমার সহ্য হবে কেমন করে, যে বেস্তে রাখবে তার আবার মাগ কি? মাগেদের ভাই আছে, বাপ আছে, দশ জন কুটুম্ব আছে, আমাদের কে আছে, যা হয়েচে বেস হয়েচে। তার আর ভাবলে কি হবে, আমি কি না বুঝেই করেছি, আমার করবার দরকার কি। তবে এতদিন ছিল, মনটা কেমন কেমন কচ্চে, একটু ভাল বাসতুম, আমাদের অত মায়া হলে চলে না, ও গেলো আবার হবে, মানুষ কি সহরে নেই, মনেরভিতরটা ঢিপ ঢিপ কচ্চে, কেন? অমন হয়—আবার—প্রচার হবে না ত? না, না, এত ভাবনা কি, আমি ত কার মন্দ করি না, কে টের পাবে, পেলিই বা, আমি বলব জানি না, কত যায়গায় যায়, কোতা কে কি করেছে কে খপর রাখবে, কেউ এখানে ছিল না ত, পান খাওয়ান দেখতে পায় নি, সে মাতাল মদ খেয়ে পাগল হয়েচে, তার আর একটা ভাবনা কি? যাই, তিলির সঙ্গে পরামর্শ করিগে—সে এই যে আসচে।

———

(তিলির প্রবেশ)

তিলি। বাইজী এখানে বসে কি করচ, তোমার বাবুকে এনে দিয়েচি ত, তিনি কই? আবার বাড়ী গিয়েছেন নাকি? বড় নেমক হারাম ত।

মন। তিলি চুপ কর চুপ কর, বাবুর বড় বিপদ, আপনার কাল আপনি করেচে।

তিল। কি বাবু কি নেই নাকি?

মন। না থাকারই মধ্যে, সেই যে তুই সিকড় এনে দিয়ে ছিলি, তাই খাওয়াতে পাগল হয়েচে।

তিলি। করেচ কি মাঠাকরুণ! সে সিকড় যদি আস্ত পেটে গিয়ে থাকে, তবে যে মহা বিপদ, ভেতরে বেড়ে বেড়ে ক্রমে ক্রমে তার চার দিকে সিকড় বেরোবে, তা হলেই ত লোকে টের পাবে।

মন। কে খাইয়েচে তা কে জানবে, তার ইয়াররা এলে খুব কান্না কাটনা করব, তা হলেই নির্দ্দোষী মনে করবে।

তিলি। বাঁদি বোল—যা আছে তা তো ঝড়বেই কিন্তু—

মন। কিন্তু কি? ভয় কি তোর, তুই ওসুদ দিয়েচিস তা প্রাণ গেলেও বলব না।

তিলি। মাঠাকরুণ, তুমি কি আমায় মারবে, আমি সে ভয় করি না।

মন। ভয় নেই, কি জানিস মানুষটো ছিল, আসা

যাওয়া কচ্ছিল, এক প্রকার ছিল ভাল, টাকা- কড়ীর বিষয়ে সাওখোড় বেস, লোকটাও আমুদে, কাযটা ভাল হয় নি।

তিনি। তা বল্লে কি হয়, ও সব কপালে করে, আমাদের দোষ কি? ভয় কি আর একটা ভাল দেখে জুটিয়ে দেবো, এখন চল খাওয়া দাওয়া যাগগে।

মন। হ্যাঁ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাম বসুর অন্তঃপুর।

ভগবতী ও দাসীর উপবেশন।

ভগ। আর ভয় কি! সব কণ্টক দূর করেচি, এখন ভট্টাচার্য্যি মহাশয়ের আসবার বাধা কি, তাঁর জন্যেত এই সব সৃষ্টি, তিনি ক দিন আসেন নি, আমার মাথার ঠিক ছিল না, মনের ঠিক ছিল না, অমন গুণের লোক আর পাব না, ব্রাহ্মণ জাত অতি সরল, মনে কোন কোর কাপ নেই, সর্ব্বদা মুখে হাসি লেগে আছে, দাসী, তোকে আমি কি দিয়ে সন্তুষ্ট করব বল্তে পারি না, পৃথিবী সুদ্ধ দিলেও আহিংকে মেটে না, তুই আমার যেমন করিস, মার পেটের বোন অমন করে না।

দাসী। (স্বগত) চিরকাল এমন করে পোশায় না, রোজকার আছে বটে, কিন্তু পেট ভরে না, (প্রকাশে) দেখ ঠাকুরুণ! আমি কি করব

বল, তিনি আসতে চান না, বামুন যেন বুক ভাংগা হয়ে পড়েচে, সে দিন কত বল্লুম, তা ঘাড় পাতে না, সে সকল আমার অদেষ্ট, তুমি সুখে থাকলে আমি ভাল থাকব কি না।

ভগ। দাসী, বামুনঠাকুর কি বল্লেন, তিনি কি আমাকে একে বারে ভুলে রয়েচেন, আমি তাঁর কি করেচি, আমার মাতা খাস, তাঁকে এক বার আসতে বলিস, আমি তাঁর চির দাসী।

দাসী। গোলামই হও, চাকরই হও, দাসীই হও, তাঁকে আর পাবে না, বল্তে কি, এখানে আসা অবদি তাঁর কেবল অমঙ্গল হচ্চে, তিনি হলেন মহা পণ্ডিত লোক, রূপে গুণে কেমন।

ভগ। দাসী, আমার মাতা খাস, আমার মরা মুখ দেখিস, তাঁকে একবার এনে দে, না হয়ত তোর পায়ে আমি মাতা খুড়ব, আমায় কি তিনি এক বারে ত্যাগ কল্লেন।

দাসী। ভোলা ভুলি জানি না বাছা, তোমরাই জান, তোমাদের কথা তোমাদের পেটেই থাক।

ভগ। কেন, কেন, তুই কি আমার উপর রাগ করেচিস, ভয় কি, এখন তুইও যেমন আমিও তেমনি, এখন ত আর কেউ দেখতে আসবে না, যে কদিন ওর ব্যারাম আছে, সে কদিন আসতে বলিস, আমি তাঁকে না দেখলে এক

দণ্ড থাকতে পারি না, তিনি আমার নয়ন তারা, মাতার মণি।

দাসী। তা যা হোগ মাঠাকরুণ আমি একবার বাড়ী যাব।

ভগ। হ্যাঁ বাপরে, এখন কি তোমার কোথাও যাওয়া হয়, আমায় কি বনবাস দিয়ে যাবে।

দাসী। তা বল্লে কি হয় মাঠাকরুণ, আমি কত দিন বাড়ী হতে এয়েচি, না গেলে কি হয়।

ভগ। কেন তোর বাড়ীতে এত টান কেন, একটা বোনপো বৈত নয়, না হয় এখানে এনে রাখ।

দাসী। মাঠাকরুণ, তখন ছোট গিন্নী ছিল আমায় কত দিত, এখন আর কে দেবে।

ভগ। না হয় বল তাদের এনে রাখি, তার আর একটা কি, তুই যা বলবি তার আর কি ভিন্ন হবে, আমার তোকে কি অদেয় আছে।

দাসী। মাঠাকরুণ বলচ বটে কিন্তু কাযে তা নয়, আমি যা মনে করেছিলুম তাত কিছু হলো না।

ভগ। কেন আমি তোর কি অমতে কায কচ্চি, তুই যখন যা বলচিস তাই কাচ্চ।

দাসী। কল্লে কি হবে মাঠাকরুণ, আমার ত আর দুঃখু ঘুচলো না, নামেও দাসী, কাযেও দাসী।

ভগ। দাসী তুই কি আমার দাসী, তুই আমার পেটের মেয়ে, আমার মাতা, খাস বামুনঠাকুরের কাছে এক বার যা, আর তোর কারে ভয়।

দাসী। ভয় নেই কিন্তু ভয় কত্তেও হয়, ভট্টাচায্যির মতন এমন লোক দেখি নি।

ভগ। আচ্ছা দাসী কেন তিনি আসতে চান না, আমি তাঁর কোন অপরাধে অপরাধি হয়েছি, তিনি আমার কি মন জানেন না, দাসী আর বাঁচি নি, আমায় রক্ষে কর, তুই আমার বিধাতা।

দাসী। মাঠাকরুণ, ভালই বল আর মন্দই বল, তিনি আর আসবেন না, তিনি ত আমার হাত ধরা নন।

ভগ। পৃথিবীতে তোর হাত ধরা কে নয়, তোর সঙ্গে যে কথা কয় সেই তোর গোলাম, তোর যে কি গুণ তা কি বলব, কি সুলগ্নে তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে ছিল, এই নাও আমার সিন্দুকের চাবি তাতে যা আছে সব তোমার। (চাবি প্রদান)

দাসী। মাঠাকরুণ ভট্টাচায্যি ত ভট্টাচায্যি তার বাবাকে আমি আনতে পারি, কিন্তু—

ভগ। দাসী আমাকে কি কত্তে বলিস বল, তোর কথায় আমার প্রাণ।

দাসী। বলি কি, একবার যে পন্থা কল্লে তাতো ফেঁসে গেল—কিন্তু ভট্টাচায্যি মশায় বাবু থাকতে আর আসতে পারবেন না, আমি ত তোমাকে সে রাত্রের কথা সব বলিচি; তিনি বল্লেন কি, গোল হবে।

ভগ। হলেই বা তাতে ক্ষেতি কি, কে আমার কি করবে।

দাসী। তোমার ত কেউ কিছু করবে না, তারে যে এক ঘরে করবে।

ভগ। তা—তবে তিনি কি কত্তে চান ?

দাসী। তিনি কিছু করুন আর না করুন, আমি বলি কি—সেই কমলা ছোঁড়া এখন পাগল হয়েছে, তাকে দিয়ে বাবুকে মেরে ফেলা যাগ, আর এখন কে টের পাবে, হাতে দড়ি দিতে হয় তার দেবে, আমরা যে যার গট হয়ে বসে থাকব, ছেলেরাও এখানে থাকে না, বাড়িতে আর কে—তুমি আর আমি।

ভগ। বা! বা! দাসী বেস বলেচিস, আরো, একবার চেষ্টা করে চুপ করে থাকা উচিত নয়।

দাসী। কেমন আমি মন্দ বলেচি, আমাকে মেনো।

ভগ। তুই আবার মন্দ বলবি তা হলে ভাল বলবে কে, ও কণ্টক গেলেই ভাল, ওকে কেমন হাত করেচি বল, যখন যা বলি তাই করে, আমি মত্তে বল্লে মরে, আর বেসি কি বলব।

দাসী। তোমার হাতে কতগুলি টাকা আছে বল দেখি, (স্বগত) আমার সব গুলি চাই।

ভগ। আমার হাতেই সব, গয়না আছে দু সাজ, নগত আছে দশ হাজার, আর কাগচ আছে।

দাসী। কাগচ নিয়ে কি হয় গা ?

ভগ। পাগলি তা জানিসনে ভাঙ্গালেই টাকা—রাখ্‌লেই সুদ।

দাসী। বটে! আমাকে একখানা দেবে?

ভগ। নিস এখন, সবই তোর।

দাসী। তবে আমি কমলার সঙ্গে ঠিক করিগে, ছেলেরা সব বুঝি তাদের কাছে গেছে।

ভগ। যাগ গে, কিন্তু দেখিস যেন ফসকায় না।

দাসী। না, তুমি যাও বাবুর কাছে গিয়ে বসগে, এই বেলা দিন তুই সেবা সুস্থ করে নাও।

ভগ। কার সেবা করবোরে, সেবা করবার লোক আসুগ।

দাসী। (স্বগত) আঃ! তোমার মুখে আগুণ, অমন স্বামী ছেড়ে কি কচ্চেন তার ঠিক নেই, (প্রকাশে) তবে তুমি যাও আমি যাচ্চি, বামুনঠাকুরকে আমি বলে আসব বটুক ভৈরবের স্তব পড়বে।

ভগ। বেস কথা, তবে তুই আর দেরি করিস নি, যা।

[প্রস্থান।

দাসী। (স্বগত) ভালই হগ মন্দই হগ টাকার জন্যে সব, আমি ত আর হাতে কিছু কচ্চি না, করবও না, তাতে পাপ কি? এই বারে এত দিনের পর আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, আর এখানে

কেন থাকা, অনেক হয়েছে, তবে যাবার সময় ওঁর একটু মন রেখে যাই। কমলকে সন্দেশ দেবো বল্লেই সে আসবে, তার ত জ্ঞান নেই, আর সে কল্লে কেউ কিছু সন্দেহ কত্তে পারবে না, কিন্তু আর থাকেও না, পাপ কথা কত দিন ছাপা থাকবে, ধর্ম্মে ঢাক বাজায়, ক্রমে ক্রমে এ দিকে বাড়াবাড়ি হয়ে উটেচে, আমিও সরবার পন্থা করি, না! শেষ পর্য্যন্ত আমাকে দেখতে হবে, এত কাণ্ড করা গেল, কি হয় জানা উচিত, আমার বুদ্ধি খুব, কত রকম ফিকির জানি, তা কে জানে, মনে মনেই থাক। চাবিটে পেয়েচি কি আছে দেখিগে। কমলের দেখা পাই কোথা, সে ত রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায়, কোথায় তল্লাস করব, আচ্ছা দেখা যাগ। কথায় বলে মেয়ে মানুষের নাক না থাকলে কি কত্তো, আমি কি সেই মেয়ে মানুষ, মেয়ে মনুষের বুদ্ধি না হলে কি বুদ্ধি, বেচে বেচে বেস বাড়ীতে ঢুকিচি, নতুন যখন এলুম তখন দাদা বাবুকে বড় ভালবাসতুম, মাঠাকরুণের মনও রাখতুম, আর যারা ছিল তাদেরও মন রাখতুম, যার সঙ্গে কথা কয়েচি সেই ভাল বেসেচে, বাঃ! আমাকে বলিহারি যাই, কিন্তু যদি দিন কতক বেঁচে থাকি ত আরো কিছু

কীর্ত্তি রেখে যাব চিরকাল লোকে মনে করবে। বাঙ্গালির মেয়েদের ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই, যে যা বলে তাতেই মন, কেবল খেতে পারে, শুতে পারে, আর কোমর বেঁধে কোঁদল কত্তে পারে। মাঠাকরুণ আগুতে ভাল কথা বল্লে রাগ কত্তো, এখন আমার কথায় মরেণ বাঁচেন, যে যেমন লোক তার সঙ্গে সেই রকম রীতে চলতে হয়, ভাল দেখি এখন কি হতে কি হয়, যাইত কমলকে আনি, বামুনকে খপর দিই গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হারাধন মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

(বগলা ও সুরমার উপবেশন)

বগলা। পাগলি সে দিনে অমন করে কায়দা করে ছেড়ে দিতে হয়, আর একটু রাখতে পারলে না মা! আমরা সংবাদ পেয়ে ছুটোছুটি করে এলুম।

সুর। আমি কি ছেড়ে দিয়েচি মা, দরজা ভেঙ্গে পালিয়েচেন, এমন লোকটি বাড়ীতে ছিল না যে ডাকি।

বগলা। বিধাতা আমাদের নিতান্ত বিমুখ, কারে কি বলব বল, আমার পক্ষে মৃত্যুই ভাল, কমল আমার হীরের টুকরো ছিল, ওকে যে অমন করেচে তার কি কখন ভাল হবে।

সুর। মা একে ত আমাদের পোড়া কপাল, তাতে আর লোকের মন্নি কুড়িও না, কাকে কি বলবে বল, সকলেই অদৃষ্টের ফের, হয় ত আমারই কপালে হচ্চে, কত হত্যা দিলে, সোমবার করলে কিছুতেই শোধরালেন না।

বগ। তা যদি হবে, তবে অমন হবে কেন, কমল আমার কি ছিল কি হয়েগেছে, মুখে রা ছিল না, এখন দেখ দেখি কি না কচ্চে।

স্থর। আমি মলেই বাঁচি, পরমেশ্বর হাতে তুলে দিয়ে বঞ্চিত করলেন, তাঁর উপর কার কথা, তিনি যা ভাল বুজছেন তাই কচ্চেন, আর জন্মে কাকে এই রকম ভুগিয়ে ছিলুম, তাই ভুগছি।

বগ। আমি যে তোমার কাছে কি লজ্জায় আছি তা বলিতে পারি না, ভাল মানুষের মেয়ে এনে কি ঝকমারি!—আগেতে যদি মনে জ্ঞানে জানতুম যে এ রকম হবে, তবে কি বে দিতুম।

স্থর। মা তুমি কি করবে—আমার কপালে এই সব ঘটচে—তোমার কাছে আমি আরো লজ্জিত হয়ে রয়েছি—সকলই অদৃষ্টের ফের।

বগ। কমল যদি আমার ভাল থাকতো, তা হলে আমার সোণার সংসার কিছুরিই অভাব নাই, দশ টাকারও সঙ্গতি এত দিনে করতে পারতুম দশের মধ্যে একটা হতুম।

স্থর। মা এখন নিতান্ত ভাবলে চলবেনা, যা হোগ একটা উপায় কর, আমরা ভয় ভয় কল্লে হবে কেন, এস বেয়ে চেয়ে দেখা জাগ।

বগ। আমার যদি ভাল হতো তবে কপাল ভাঙ্গত না, যা হবার হবে আর ভাবতে পারি না, যারা

আমার হিংসে করতো তারা খুব খুসি হয়েছে। কিন্তু শ্যাম আমাকে ভরসা দিয়েচে।

সুর। হিংসে করা কেমন লোকের স্বভাব, ভাল দেখতে পারে না, যাতে তাদের মুখে চুন কালি পড়ে তারই চেষ্টা পাওয়া উচিত, বিধাতা কি এতই বৈমুখ হবেন, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, এক বার এলে হয়, আর ছেড়ে দেবো না।

নেপথ্যে। মনে যদি করি আমি সুরোর নয়ন।
সুরাসুরগণে করি পলকে পতন ॥
ভাবিলে ভাবনা বাড়ে ভয় হয় মনে।
বিশ্বাস ঘাতিনী বেটী জানিব কেমনে ॥

বগ। ও মা ঐ কমল আসচে, এই বার তুমি যা করতে পার কর, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

সুর। (স্বগত) এবার কাছে এলে হয়, আবার তেমনি করে আটকাব, প্রাণান্তেও ছেড়ে দেবো না।

(কমলের প্রবেশ)

নেশা হয়েচে বুঝি তাই চুপ করে রয়েচ—হায়—মদের কি বিচিত্র শক্তি একবার যিনি পান করেন, তাকে সে উদরস্থ করে প্রথমে উহাতে

খুব দ্বেষ থাকে, ক্রমে প্রবৃত্তি জন্মায়, তার পর অল্প পরিমানে পান ইচ্ছা হয়, অল্প অল্প করে ক্রমশঃ মাত্রায় বৃদ্ধি হতে থাকে, অবশেষে মদান্ধ হয়ে ঐ এক মাত্র উপজীবিকা হয়। লতা যেরূপ বৃক্ষাশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয়ে তাহাকে নষ্ট করে, মদ্য তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ু ক্ষয় করে। এত দিন পরে যে মনে পড়েচে সেই ভালই ভাল।

কমল। (অঞ্চল ধরিয়া)

মনি ঋষি যোগীদের ভুলাও নয়নে।
কে আর পারিবে বল এ তিন ভুবনে॥
এ ছার মায়ার দেহ তোমাতেই রত।
কেমন করিছে মন কব আর কত॥

সুর। আর তোমার ভাল বাসায় কাজ নেই, আমাকে যে বলে ছিলে—তোমা ছাড়া এক দণ্ড থাকতে পারি না, এখন আমি কোথায়—তুমি কোথায়—

কমল। আমাতে আর আমি নেই তোমার দোহাই।
উড়ু উড়ু করে মন পাছে পাছে ধাই॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বা কি হবে।
ডাকিয়া কি মোর সনে কথা আর কবে॥
অস্থির হয়েছে মন যথা তথা যাই।
আদ্দি কালের বদ্দি বুড়ী তার মুখে ছাই॥

সুর। একি—জ্ঞান শুন্য নাকি, অঙ্গের বসন খুলে যাচ্চে, তবুও থম নাই—মদে কি লোককে উন্মাদ করে, তারও অধিক—এই খানে বস না—আমি কি অস্পর্শীয় নাকি ?

কমল। না কিছু নাহিক কিছু বুঝলে কি না ভাই।
কিছু কিছু বুঝে আমি করে কর্ম্মে খাই॥
আজ্ঞা পেলে টিকি ধরে টেনে আনে যমে।
সূর্য্যদেব বিন্ধ্যগিরি একসা করি সোমে॥

(সুখময়ী ও নিস্তারিণীর প্রবেশ)

সুখ। দেখ নিস্তার ! সুরমা ভাই কমলকে নিয়ে যেন কি রঙ্গ করচ্চে।

নিস্তা। তাই ত ভাই ভাতারকে দেখে কি একটুও মাতায় কাপড় দিতে নাই, এমন দেখি নি, ছি—পড়লেই বা ছু পাত, তা বলে কি দিনের বেলা সুমুখে বেরনা ভাল দেখায়, আমাদের ত এমন ধরা পোষায় না।

সুখ। কি বলব ভাই তবে ত বিবিদের মত গউন পরলেও হয়, কে কি বলবে বল।

নিস্তা। আমরা এয়েছি এখন টের পায়নি, ওর সঙ্গে নেকরাতেই মত্ত আছে, (সচকিতে) ওলো ওলো দেখ দেখ কমল কি ভাবে রয়েছে।

সুখ। সুরমার ভাই গুণ ঢের, ঐ যা এক দোষ বল, সাত চড়ে মুখে রা নেই, সকলকে কেমন আত্তি যত্ন করা, ভাতার অমন, তবু এক দিনের তরে বলে না যে ও মন্দ।

নিস্তা। তা ভাই বল্তে কি অমন মুখ বুজে সহ্য করতে কাহাকেও দেখা যায় না, ঐ ভাতারের ভক্তি কত, ও কিন্তু ভুলেও নাম করে না।

সুখ। আমাদের ও রকম হলে কি কত্তুম তা বল্তে পারি না।

নিস্তা। হুঃ ও রকম হলে! এখনই এক আদ দিন যখন আসতে রাত্রি হতো সাত দিন নাকের জলে চক্ষের জলে করতুম, তা হলে কি কূল মানতুম, না ধর্ম্ম মানতুম, যা ইচ্ছা হতো তাই কত্তুম, সুরমা বড় লক্ষী মেয়ে মানুষ, ও যাই তাই টিকে আছে।

সুর। অমন করে চুপ করে রইলে যে, মনটা সেই দিক পানে টানচে নাকি? আমরা কি কেউ নই, এই ঠাকরুণ কত আক্ষেপ কচ্ছিলেন, মাকে দুঃখ দেওয়া কি ভাল, মায়ে চক্ষের জল ফেল্লে অভি-শাপ লাগে, এক বারও কি বিবেচনা কর না!

সুখ। (নিস্তারের প্রতি) আর কি বিবেচনা আছে, বুদ্ধি শুদ্ধি সব উল্টে গেছে, থাকবেই বা কোথা থেকে, মন্দেই ঘেরে রেখে দিয়েছে।

নিস্তা। তা বই কি, ওতে কি ও আছে, এখন বোধ হয় খুব খেয়েছে, রকম সকম দেখে জান্তে পাচ্চ না, চল ভাই আমরা এখান থেকে পালাই।

সুখ। দাঁড়াও না, শেষটা কি দাঁড়ায় দেখে যাই, আমরা এয়েচি কিছু টের পায়নি।

সুর। চুপ করে থাকার কর্ম্ম নয়, (হস্ত ধরিয়া) এখন বদ খেয়ালি পরিত্যাগ করবে কি না বল?

কমল। খেয়াল খুর পদ আর মনে কিছু নাই।
মন নিয়ে হেথা সেথা কেবল বেড়াই॥
মনেতে কি মাটি আছে বুঝিতে না পারি।
নিয়ন্তা উহার যেবা তারে বলিহারি॥

সুখ। আয় ভাই নিস্তার এগিয়ে যাই, (অগ্রসর হইয়া সুরমার প্রতি) আবার কি নতুন দুই হাত এক কচ্চো নাকি?

সুর। (মাতার কাপড় টানিয়া) দেখ দেখি ভাই, আজ এই কত দিনের পর বাড়ী মাড়িয়েছেন।

নিস্তা। আর যেতে দিও না, চাবি দিয়ে রেখে দাও— ভাই ভাব ভঙ্গিতে কেমন ঠেকচে, সুদ্ধু মদ নয়।

সুর। তবে আবার কি? তা হতে পারে, আজ ত মদের গন্ধ পাচ্চি না।

সুখ। আমার বোধ হয় খেপেচে।

সুর। যা বল তাই শোভা পায়, (কমলের প্রতি) শুনচ

এঁরা কি বলচেন, এঁদের সঙ্গে কত ভাব ছিল, ছেলে বেলায় একেত্তরে খেলা করেছ, কথা কও না।

কমল। ধুলো খেলা ভুলে গিয়ে এবে এই খোর।
মন নিয়ে টানাটানি হইয়াছে মোর॥
মনে হয় চিরে দেখি কি আছে ভিতরে।
স্থান কোথা কিবা করে মরে কি না মরে॥
লোকে বলে চিরস্থায়ী মনুষ্যের মন।
জড়েতে মনেতে ভিন্ন শাস্ত্রের লিখন॥

নিস্তা। ঠিক বলেচিস ভাই, খেপেচিই বটে, হয় ত কোন মাগী শীকড় মাকড় খাইয়েচে, দেখচ না কি বকচে তার মাথা নেই মুণ্ডু নেই।

সুর। তারই বা আশ্চর্য্য কি? জানি না আরও কি অদৃষ্টে আছে।

সুখ। কমল আমাদের চিন্তে পার? খেলা ঘরে খেলা করবে? বউ বউ খেলবে না? তাতে যে বড় আমোদ ছিল।

কমল। কি নাম কোথায় ধাম কার পরিবার।
আমি ত জানি না কিছু জানে মন আমার॥
আমোদ প্রমোদ সুখ কোথা গেলে হয়।
অস্থির হয়েছে মন স্থির কভু নয়।

[বেগে প্রস্থান।

নিস্তা। ঐ যা! এই এত কায়দা করে শেষ কালে পালাল।

সুর। সুখময়ী দেখ, তুমি যা বলচ্চো তা যথার্থ, আমি সেই অবধি দেখেছি এক লহমা স্থির নয়, চক্ষু রক্ত বর্ণ, এক দৃষ্টে কেবল চেয়ে থাকেন, মন চঞ্চল, এতে আর কি বোধ হয়?

সুখ। আমি চাওনি দেখে জানতে পেরেচি।

নিস্তা। মদ খেলে টোলতো, ওঁ এমন জিনিস নয়, আচ্ছা তা হলে কি গন্ধ বেরুত না?

সুর। কি জানি ভাই, শেষে কি পরমেশ্বর এই করলেন, ওঁকে পাগল দেখতে হলো, আমার মৃত্যু হলো না কেন?

সুখ। মেয়ে মানুষের স্বামী সুখই সুখ, তা না হলে জীবন বৃথা।

সুর। আর ভেবে কি করব বোন, যা আছে কপালে তাই হবে, পরমেশ্বর বিবাদী।

নিস্তা। তুমি এত ভাবচ কেন? পাগল নয়, নেশাতে করে মাতা খারাপ হয়েচে।

সুর। আর আমার মাতা হয়েছে, সুখময়ী যা বল্লে তাই ঠিক, আমার এ জন্মের মত যা হবার তা হলো। নিস্তার তোমার এখন শাশুড়ীর সঙ্গে প্রণয় কেমন, কেন তিনি ত মন্দ লোক নন, তোমার সে চিঠির উত্তর এয়েচে?

সুখ। ওর শাশুড়ী ভাই কাল নাগিনী, ভাতার এখানে না থাকাতে বাড়িয়েচে, এই যে সেখান থেকে চিঠি এয়েচে, পড় দেখি, ওলো চিঠি খানা পড়িয়ে নে না?

নিস্তা। আমি ভাই তাই জন্যেই এয়েচি। (লিপি প্রদান)

সুর। আমি পড়ব? জড়ানে লেখা আমি ভাল পড়তে পারি না, মনরমা কোথা গেল, সুখময়ী মনরমা এখন আমাদের বাড়ি এয়েচে তা জান?

সুখ। তা জানি জানি, ওদের বাড়ীর সব সমান।

সুর। শোন, (লিপি পাঠ)

প্রাণাধিকে—

আমি তোমার জবানি পত্র প্রাপ্তে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমার স্পষ্ট প্রতীত হচ্চে ইহা সুরমার লেখা, প্রিয়ে দেখ দেখি, তুমি যদি স্বয়ং লেখনী ধারণে সক্ষম হতে তা হলে সকল সময়ে সকল অবস্থায় তোমার মনের ভাব বর্ণন করিতে পারিতে, সুরমা কি সাধ্য! প্রিয় বয়স্য কমলের কি অদ্যাবধি ভাবান্তর হয় নাই? সততঃ বিকার ময় নিকৃষ্ট সুখে মন সমর্পণ করে রয়েচেন? ওরে কুপ্রবৃত্তি তোর কি অসাধারণ ক্ষমতা! কি কুটীল ভাব ভঙ্গি, লোককে তুই আপনার ইচ্ছাধিন করিস, যারা তোর আদর করে তারা তোর খেলনার স্বরূপ, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী তুই যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিস সেই তোর বশীভুত হয়, পূর্ব্বে পূর্ব্বে কমল অপরাপর লোককে তোর গ্রাস

হতে বিমোচন করেছে, এখন আপনই সেই ইন্দ্রজাল সদৃশ মায়ায় নিপতিত, কি আশ্চর্য্য! কালের কি বিচিত্র গতি।

প্রিয়ে তুমি আমাকে লিখিয়াছ, "মায়ের তাড়নাতে গৃহে বাস করা ভার" কিন্তু ও কথা আমাকে যা বল্লে তা বল্লে, আর কেহ যেন শ্রবণ করে না, মা আমার পৃথিবীর ঈশ্বরী, তিনি যদি আমাকে দিনান্তে লক্ষ কটু বলেন, তবু আমার বিরক্তি নাই, তিনি বিনাপরাধে তোমাকে কেন কটু বলিবেন? তুমি ত আমারই স্ত্রী, তোমার মায়ের প্রতি ভিন্ন ভাব কেন হবে? মার কোন কথায় রুষ্ট হয়ো না, তিনি যখন যা আজ্ঞা করিবেন, করিবে, তা হলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, ও বিবাদ ভঞ্জন হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার উপর তাঁহার কোন মন্দ ভাব নাই, তিনি আমাকে যে রূপ স্নেহ করেন তোমাকেও সেই রূপ। তোমার আসিবার কথা যাহা লিখিয়াছ তাহা ঠিক বলিতে পারি না, সম্প্রতি বাটী গমন করিয়া যাহা যুক্তি হয় তাহা করিব, আমি শারিরীক ভাল আছি, তোমাদের মঙ্গল সমাচার লিখিয়া সন্তুষ্ট রাখিবে। তোমার ইত্যাদি—

স্থর। বেস লিখেছেন, এর উপর আর তোমার কথা নাই, আমি তখন পুনঃ পুনঃ বারণ করলুম কিন্তু তুমি অবহেলা করলে, এখন কি হয়।

সুখ। হলে কি হয় বোন, ওর শাশুড়ী মাগী কাল নাগিনী, ওকে যেন দু চক্ষের বিষ দেখে, কেন এতই কি কত্তে হয়, ওর কি কেউ নেই?

স্থর। অমন কথা বলো না, তুমি ভাই যত বাড়াও, নিস্তার ত তত বল্লে না।

নিস্তা। চিটী লেখা শুনে পর্য্যন্ত আমাকে আর কিছু বলেন না, এক রকম বল্তে গেলে মা আমাকে খুব যত্ন করেন।

সুর। এই বার হতে॰.তিনি যা বলেন তাই কর দেখি, কেমন তিনি তোমার নিন্দা করেন, অবশ্য স্বামী যাঁকে মান্য, সেবা, শুশ্রূষা করেন, তাঁকে অভক্তি কেন করবে? তিনি মন্দ বললেও ভাল।

সুখ। কি জান বল্তে সকলেই পারে, নিস্তারের যে কি কষ্ট তা ও জানে আর আমি জানি, ও সব ভাই সইতে পারি না, আমার কাছে কারো দাঁত ফোটাবার জো নাই, কট কট করে দশ কথা শুনিয়ে দি ওমনি চুপ, আমার কারো কথা সহ্য হয় না, ও নাকি মুখটি বুজে থাকে, তাই সকলে চেপে ধরে, আমি তবু বলে বলে বোল ফুটিয়েছি, নিস্তার আমার কাছে আসে বলে, ওর শাশুড়ী মাগী দম ফেটে মরে।

সুর। নিস্তার তুমি এখন বাড়ী যাও, গিয়ে মাকে বল গে, "আমার অপরাধ হয়েচে মাপ কর" তা হলে তিনি তেমন লোক নন, খুব খুসী হবেন এখন।

সুখ। সেটি ভাই তোমার মিছে জেদ করা, তা ও পারবে না, এই দু কথা বলে এয়েচে এখনি গিয়ে কেমন করে পায়ে ধরবে, ওর হয়ে বরং তুমি কর গে, কেন ওকি, ভাতারের মাগ নয়?

ফেল্‌না নাকি? আমি তখনই নিস্তারকে বারণ করেছিলুম বিজ্ঞ লোকের কাছে যাসনি।

নিস্তা। না ভাই সুরমা ভালই বলচে, মেয়ে মানুষের বাপ মা ছেড়ে শ্বশুর শাশুড়ী নিয়ে ঘরকন্না, তা তাঁদের সঙ্গে অস্বরস করলে কি হবে?

সুখ। তাই বলে কি শাশুড়ী ননদের নাথি ঝেঁটা খেতে হবে নাকি? তুই অমন যার তার কথায় কাণ দিস কেন?

সুর। বৌ হলো শাশুড়ীর আইত্যির পাত্রী, নাথি ঝেঁটা মারবেন কেন?

সুখ। তুমি জান না গো, এক দিন সহ্য কত্তে হলে প্রাণ বেরিয়ে যায়, নিস্তার যেই মেয়ে তাই।

নিস্তা। না ভাই সুরমা যা বলচে আমি তাই করবো, আমি এখন যাই, মা যেন চিটীর কথা শোনেন না।

সুখ। শুনলেনই বা? আয় আমাদের বাড়ী আয়, উনি সকলকেই শেখান, আমরা নাকি কিছু জানি না, কেন, তোমার ভাতার আসে না, বদখেয়ালি করে বেড়ায়, তুমি হেসে খেলে বেড়াতে পার না, সদাই অসুখী কেন?

নিস্তা। কিসে আর কিসে তুমি তুলনা কচ্চো, চল এখন বাড়ী যাই।

সুর। আমার পোড়া কপাল পুড়ে গেছে, ও কথা কেন ভাই তোল?—

সুখ। কেন বলব না? পাঁচশোবার বলব, যে যার আপ্‌নারটি ভাল বোঝে, তোমার এমন মন না হলে এমন দশা হবে কেন, আমরাও মানুষ, তুমিও মানুষ, আমরাই বা বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চি কেন তুমিই বা জ্বলে পুড়ে মচ্চো কেন? আয় নিস্তার আয়।

নিস্তা। সুরমা কিছু মনে করো না ভাই, ও রাগের মাথায় বলেচে, তবে এখন আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুর। (স্বগত) মাতঃ বসুন্ধরে! তোমার মনে কি এই ছিল, আমায় একেবারে পরিত্যাগ করেছ, যাহার মঙ্গল আমি নিয়ত প্রার্থনা করি সেও বিনা-পরাধে রুষ্ট হইল, কি আশ্চর্য্য! মাতঃ! তুমি ধন্যা, তোমার অপার মহিমার নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া ভার, কখন কাহাকে কি অবস্থায় অবস্থাপিত কর কিছুই বলা যায় না, মনুষ্যের স্বভাব সাতিশয় চঞ্চল, পলকে পলকে পরিবর্ত্তন হয়, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই ষড় রিপুর মধ্যে কোন না কোন রিপুর অধীনা, আমার স্বামী মন্দ, আমি তাহা শত বার স্বীকার করি, কিন্তু সুখ-

মন্ত্রীর ও কথা বলে কি ফল লাভ হলো, ভগিনী! তোমার দোষ নাই, অধিকান্ত হিন্দুমহিলাগণের স্বভাব অতি বিচিত্র, যখন যাহার প্রতি সদয় হন তখন তাহার চিরদাসী, মিষ্টালাপ কাহাকে বলে জানে না, আপনার সুখেই সন্তুষ্ট, পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাতে আমোদ প্রকাশ করেন, একে অজ্ঞ তাহে আবার রিপুপরতন্ত্র, না হবে কেন? স্বামী যদি বিষয়াপন্ন হন তবে তাঁদের মনোনীত হয়, দীন হইলেই প্রমাদ, আমি কাহারও নিন্দা করি না—হিন্দুমহিলা সুশীলা অতি বিরল, প্রণয় কাহাকে বলে জানে না, যদি উহাদের মনে জ্ঞানাংশু উদিত হইত, তা হলে অজ্ঞান তিমীররাশি তিরোহিত হইয়া পরম পরিশুদ্ধ বিশ্বস্রষ্টার সুকৌশল সম্পন্ন সুচারু নিয়ম সকল প্রতিপালনে সক্ষম হইত ও সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, হে করুণাময়! তুমি কত দিনে এই অবলাগণের প্রতি প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে কটাক্ষপাত করিবে। হায়! আমার হিতৈষী বন্ধু রজ্জু কোথায়? এই যে! (চিন্তা করিয়া) আর কি? (রজ্জু খাটান) আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, আমাকে কাযে কাযেই পরলোকের ভয় দূর কর্ত্তে হলো, আমি জানি না আমার মৃত্যুর পর কি হবে, কিন্তু সে

চিন্তা কত্তে গেলে, আপতত যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর, আমি আত্ম হত্যাকারিণী, লোকে আমায় নিন্দা করবে, হাঃ!—আমি লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হই.না, আমার জীবন ধারণ করা বৃথা—যে সতীর পতি সহায় না রহিল তার আবার জীবিত থাকায় ফল কি? আমি পতির লাগিয়া বিরহিনী, এ ভূমণ্ডলে আমার মতন অভাগিনী আর কে আছে, তা না হলেই বা পতি বিদ্যমানে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন? ওহে বঙ্গদেশ হিতৈষীগণ! তোমরা মনে করোনা আমার পতি করাল কাল কবলে পতিত হয়েছেন, আমি এয়েস্ত্রী, আমার সিঁতেয় এই সিঁদূর রয়েছে দেখ; তোমরা কি ইহার কোন বিহিত করিতে সক্ষম নও, কুলটা স্বষ্টি কি প্রলয় হইবে না? (চিন্তা করিয়া) তাদেরই বা দোষ কি, কেহ বা বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করনে অক্ষম হয়ে, সেচ্ছাচারিণী হয়েছে, কেহ বা স্বামী সুখে হতাশ্বাস ও সপত্নী গঞ্জনায় তাড়িত হয়ে কূলে জলাঞ্জলি দিয়ে দুষ্প্রবৃত্তির সমাদর করিতেছে, কেহ বা গ্রাসাচ্ছাদনাভাব, কেহ কেহ বা দুষ্ট লোকের কুহকে ভ্রমান্ধ হয়ে গৃহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত বারবনিতা হয়েছে। অস্মদ দেশীয় অবলাগণ নিরাশ্রয়ী, তাহাদের পশু-

গণের সহিত তুলনা করিলে অলঙ্কার দোষ জন্মে না, তাহাদের তিমিরাবৃত মন বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে আলোকিত নহে, এরূপ দেশাচার যে অল্পকাল মধ্যে লুপ্ত হবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, কথায় বার্ত্তায় যে উপদেশ প্রাপ্ত হবে তাহারই বা সুযোগ কই, অন্তরঙ্গ যাহাদিগের নিকট অন্তঃস্থিত বেদনা প্রকাশ করবে, সে আরো ঘৃতাহুতি দিয়া বৃদ্ধি করবে। এখন এ সকল চিন্তা দূর কর, রজ্জু! তুমি আমার মুক্তি পদ দাতা, তোমাকে অবলম্বন করে আমি দুঃসহ দেহ ভার হতে অবসর পাব, জান, আমি কি নিমিত্ত তোমাকে আনয়ন করেছি, ওরে পাপ হস্ত! রজ্জু ধারণ করে গলদেশে দেনা, তুই কাঁপিতেছিস কেন? ভয় নাই, ইনি আমার প্রিয়বন্ধু, দে ভয় কি, পলাই পলাই, আর না, আমার আশা ভরসা একেবারে দূর হয়েছে, (রজ্জু ধারণ) হাঃ এখন কোথায়! একবার দেখা দাও, তোমার সুর গেল, আদর করে নাম রেখে ছিলে সে নাম আজ ফুরাল, দেখা দেবে না? অবশেষে কি পাগলের স্ত্রী হয়ে মরতে হলো, আমি কেন হয়ে মরি নাই, আমার কণ্ঠায় হাত দিয়ে দেখ, প্রাণ আপনিই বাহির হতে উদ্যত, এত দূর এসেছে, বাবা, মা, দিদি মনরমা, তোম্মাদের সুর গেল,

আর দেরি নাই, এক বার দেখ এসে—আমাকে ভুল না, আমি তোমাদের সুর, আর কি আমায় স্নেহ করবে? ডেকে কথাকবে? মা আমার নামটা স্মরণ রেখ, আমিই তোমার কষ্টের মূল, কিন্তু আমি তোমার দাসী, মা গো আর দেরি নাই, কি হবে,—(গলদেশে রজ্জু দিতে উদ্যত)

(মনরমার প্রবেশ)

মন। সুরমা এখানে একলা বসে কি কচ্চো, (অগ্রসর হইয়া) কি আশ্চর্য্য এ কি! (হস্ত হইতে রজ্জু গ্রহণ) তুমি খেপেছ নাকি? এত দিন পড়ে শুনে এই জ্ঞান হলো?

সুর। মনরমা ঈশ্বরের ইচ্ছায় এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে ছিলাম, তিনি আমায় সুখের সোপান দেখাইয়াছেন, তুমি কি জান না আমি কি অবস্থায় রয়েছি?

মন। এখন সে সব কথায় কায নাই, যা হোগ ভাগ্যি দেখলুম তাই রক্ষে; তোমায় এ কর্ম্ম সাজে না, চল এখন ও দিকে যাই তোমার বাপের বাড়ী থেকে লোক এয়েচে।

সুর। চল, আমায় তুমি নিবারণ কল্লে কিন্তু এ কথা প্রকাশ করো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। কেন কেন কিসেই বা হইল এমন।
করেছিনু প্রাণ আমি তারে সমাপণ॥
কি দোষে আমায় বেটী বধিলেক প্রাণে।
পুরাব মনের সাদ তার রক্ত পানে॥

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। (স্বগত) বা! মেঘ চাইতেই জল, কেমন কপাল আমার—তা না হলে যা খুসি তাই কত্তে পারি? আমার অদেষ্ট ভাল, (প্রকাশে) কমল বাবু আমাদের বাড়ী যাবে? এস না।

কম। মেয়ে মানুষের বাড়ী আমি আর যাব না, আমায় খুন করবে?

দাসী। বালাই তোমাকে খুন করব, তুমি খুন করবে।

কম। আমি খুন করব, আমি খুন করব, কই কাকে খুন করব, চল, আমি কি পারব?

দাসী। কেন পারবে না, তুমি কি কম লোক।

কম। কই কিদিয়ে খূন করব, দাও না তোমাকে খূন করি।

দাসী। ছি, ও কথা বলেত আছে, আমি তোমাকে লোক দেখিয়ে দেবো এখন।

কম। তবে দাও না, আমার হাত নিস পিস কচ্চে যে, আমার মন কই?

দাসী। তোমার মন আছে, আমি বার করে দেবো এখন।

কম। তুমি আমার মন কোথা রেখেচ?

দাসী। তোমার মন আমাদের বাড়ী রেখেচি, ভয় কি দেবো এখন।

কম। মাইরি? তুমি আমার কে?

দাসী। আমাকে চেন না, আমি যে তোমার পিসী।

কম।
মাসী পিসী কাটকাবাসী ঘুমের বাড়ী যাও।
ফিরে দাও মন আমার আমার মাতা খাও॥

দাসী। মন নিও, আর কি চাও?

কম। আর আমি কিছু চাই না।

দাসী। কিন্তু আমি যা বলব তা কত্তে হবে, তা না হলে মন পাবে না।

কম। তুমি যা বলবে; তাই করব, তা হলে মন পাব ত?

দাসী। পাবে বই কি, আমি কি তোমাকে মিথ্যে কথা বলচি, আমার হাতে তোমার মন আছে।

কম। তবে দাও না, তোমার আঁচলে বাঁধা নাকি? (অঞ্চল ধারণ)

দাসী। রাস্তায় আঁচল ধস্তে আছে, ছি! লোকে মনে করবে কি?

কম। যারা মনে করবে তাদের কাছে মন চাইব।

দাসী। তারা পাবে কোথা, মন যে আমার হাতে।

কম। তবে তোমার হাত আমায় দাও না। (হস্ত ধারণ)

দাসী। হাতে করে আনি নি বাড়ীতে রেখে এয়েছি, চল বাড়ী গিয়ে দেবো।

কম। কার বাড়ী?

দাসী। তুমি আমাদের বাড়ী চেন না, মাঠাকরুণ তোমাকে কত ভাল বাসেন।

কম। ভাল বাসায় মন আমার ভুলিবে না আর।
বুঝিতে না পারি আমি মহিমা তোমার॥

দাসী। আমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো, তুমি খালি হাতে করবে।

কম। বলিদান, বলিদান, তা হলে আমার পাপের ক্ষয় হবে।

দাসী। ওঃ! তোমার মুক্তি হবে।

কম। হবে ত, আমি মন ফিরে পাব?

দাসী। পাবে পাবে, চল।

কম। আচ্ছা চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

— —

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাম বসুর অন্তঃপুর।

বিনোদের শয়ন ভগবতী পদ সেবা করণ।

(গণেশ দেবের প্রবেশ)

গণে। বিনোদ বাবু কেমন আছেন? আমি এখানে ছিলাম না, তাই এত দিবস আসিতে পারি নাই।

বিনো। আর মহাশয় ও কথা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, অত্যন্ত কষ্ট পাচ্চি, চব্বিশ ঘণ্টা জ্বর, কিছুতেই শরীর সুস্থ হচ্চে না।

গণে। ভয় কি! আমি দু দিনে জ্বর ত্যাগ করিয়ে দেবো, আপনার কিছু চিন্তা নাই।

বিনো। মহাশয় এমন সময় মুখে একটু জল দেয় এমন একটি লোক নাই, শ্যামকে তাড়িয়ে দেওয়া ভাল হয় নি, আমাকে সকলে পরিত্যাগ করেছে।

ভগ। (স্বগত) এই বারে আমিও বেরুব, তোমার উপর বিশ্বাস নাই, তুমি যে কালে মাকে ত্যাগ করেচ, কোন দিন আমাকে বার করে দেবে, তোমার অসাধ্য কাজ নেই। (প্রকাশে) কেন তাকে ত আবার ডাকতে পাটিয়েচ?

গণে। শ্যামকে এ বুদ্ধি কে দিলে? দিব্য ছিলেন, এক

পয়সা খরচ ছিল না, যা খুসি তাই কচ্ছিলেন, বাড়ীর কর্ত্তা বল্লেই হয়।

বিনো। তাতে তার দোষ নেই, আমার কেমন কুবুদ্ধি হলো একটা কথা বল্লুম,-সেইটে ভাল হয় নি, এখন এলে হয়।

গণে। আপনি কি না বিবেচনা করে বলেচেন, অবশ্য শ্যামের কোন দোষ থাকবে।

ভগ। (স্বগত) দোষ কারো নয়।

বিনো। তার আর দোষ কি আমার কপালের দোষ, আমার বুদ্ধি লোপ হয়েচে।

গণে। আপনি বিদ্যান বুদ্ধিমান আপনার কি ভ্রম হতে পারে। এখন স্তব পাট করি শ্রবণ করুন।

(তরবারি হস্তে কমল ও দাসীর প্রবেশ)

দাসী। (স্বগত) বাঃ! ভট্টাচায্যি যে এসেচে, আবার সে রাত্রের মতন বিপদ না হলে হয়।

ভগ। (স্বগত) বাঃ! দাসী কম লোক নয়, সব ব্যাবস্তা করেচে, এই বারে আর দেরি নেই, হলেই হয়।

বিনো। কমল এসেচ ভাই, ও কি তরোয়ার হাতে কেন, (ত্রাসে) আমাকে মারবে? আমি ত শ্যামকে কিছু বলি নি, তিনি আপনি আমাকে ত্যাগ করেচেন, আমার দোষ নেই, শ্যাম কি আসচে?

কম। দোষ কার সে বিবেচনা কত্তে আসি নাই, আমার এই তরোয়ার যার কাছে আমার মন থাকবে তার স্কন্ধে পড়বে।

গণে। কমল বাবু বড় লোক, অতি সৎ বংশ, লেখা পড়ায় বিচক্ষণ, অমন ছেলে একটী পাওয়া ভার।

ভগ। ভট্টাচায্য মশাই কেমন জান্তে পারেন, কমলের মত কি ছেলে হয়? আমি ছেলে বেলা অবধি দেখচি, মুখে কথা নেই, কার পানে চায় না, আপনার বই নিয়ে বেস্ত।

গণে। বিনোদ বাবু আপনি কেন ভাবচেন, শ্যামকে ত আপনি তাড়ান নি, তাতে আপনার দোষ কি?

কম। হাঁঃ! পাঁঠা মোষ ভেড়া একেত্তরে দেখচি, আমার চকে ধূলো দেবেন, মা তোমায় ডাকচেন, আগুতে মোষ কাটতে হবে, তা হলেই মন পাব।

গণে। বিনোদ বাবু আমি চল্লাম, আমার টোলে একজন লোক আসবে।

কম। পালাবে কোথায়, মা তোমাকে খাবেন, আমার মন কই?

গণে। কি খাবেন? তুমি যে বড় বাটীর ভিতরে প্রবেশ কল্লে? বেল্লিক, মাতাল, পাগল।

কম। হ্যাঁ! তা আমি জানি না।

কে জান আমার মন ফিরে দাও এবে।
মলিন বদন সুদু তাই ভেবে ভেবে॥

কাড়িয়া রেখেচ কোথা খুজিয়া না পাই।
কি বা করি কিবা খাই কিছু মনে নাই॥

দাদা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে আমার মন আছে, ওঁকে ফিরে দিতে বলুন, দেখবেন আমি বার করব, কেমন মহাশয় আমি ঠিক বলিচি কি না?

গণে। বিনোদ বাবু এ পাগলকে কোথা থেকে নিয়ে এলেন, এখন যে এ নিতান্ত উন্মদ হয়েচে, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই।

কম। জ্ঞান কিসে হয়, মন কোথা পাওয়া যায়? মন দেবেত দাও, না হয় বলিদান।

(গণেশকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া প্রস্থান)

(নেপথ্যে) বিনোদ বাবু তোমার দোহাই, তোমার উপকারের নিমিত্তে আমি এসেছিলুম আমায় রক্ষা কর, তোমার বাটীতে ব্রহ্ম হত্যা হলো, আমার কিছু দোষ নেই, যত নষ্টের গোড়া— (মৃত্যু চিৎকার)

(কমলের পুনঃ প্রবেশ)

বিনো। (ত্রাসে) কমল কি কল্লে ব্রহ্ম হত্যা কল্লে, ওঁর দোষ কি?

কম। বড় শরীরে বড় মন, (দাসীর প্রতি) তুমি আমার মন ভাল করে দেবে না?

দাসী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি বিপদ! আপনার কাল আপনি করলুম, (প্রকাশে) তোমার মন ত বেস হয়েচে, আর কি ভাল করব?

কমল। হবে হবে মনে করি তবুও কি হয়।
পৃথিবীতে পাপে ভরা আর নাহি সয়॥

মন দেবে বলে আমাকে ডেকে এনেচ দেবে চল।

দাসী। যা, যা, ছোঁড়া তুই রাখ—(পলাতে উদ্যত)

কম। তুমি আমার মন ভাল করে দিলে না, (কেশ ধারণ) আমি জানি জানি, খুঁজি খুজি নারি, যে পায় তারি।

[দাসীকে লইয়া প্রস্থান।

(নেপথ্যে) বাবু আমাকে রক্ষা করুন, আমি যা করিচি তোমার স্ত্রীর কথায়, আমায় মাপ কর, গেলুম, গেলুম, আপনার কাল আপনি করেচি, ও বাবারে কি হলো, আমায় মাপ করুন, আঃ! মাগো প্রাণ যায় জল দাও, তুই এখনি মর—আমার শেষ হলো।

বিনো। কি আশ্চর্য্য! দাসী কি বলে, আমিও তা বুঝিচি।

ভগ। (রোদন) আমি কিছু জানি না, তুমি কি আমাকে তেমনি পেয়েচ।

বিনো। আমি তোমায় এই কদিনের রিত চরিত্রতে জান্তে পেরেচি, কি আশ্চর্য্য! আমাকে একেবারে অন্ধ করে রেখে ছিলে, তুমি আমার নজরের বার হও।

(কমলের পুনঃ প্রবেশ।

কম। দাদা দেখচেন, আমার সর্ব্বনাশ কত্তে বসে ছিল, মন নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়ে ছিল, আমি কেমন জান্তে পেরেচি?

বিনো। ভায়া তুমি ঠিক বলেচ, আমাকেও যেন কি করে রেখে দিয়েচে।

(শ্যামের প্রবেশ)

শ্যাম। কমল এখানে বসে কি হচ্চে?

বিনো। শ্যাম এসেচ, আমাকে মাপ কর, আমি যা করেচি সব ভুলে যাও, আমি এত দিন কে কেমন জান্তে পারি নি, সকলকে নিয়ে এস।

শ্যাম। দাদা, আপনি আজ্ঞা কচ্চেন, আমি অপহেলা কত্তে পারি না, কিন্তু আর কেন?

বিনো। তুমি যদি আমার কথা না শুন, আমি আত্ম হত্যা হব।

শ্যাম। আচ্ছা আপনি বোয়ের অনুমতি নেন, আমি আশ্চি।

বিনো। তুমি আর আমায় লজ্জা দিও না, আমার চক্ষু এত দিনে পরিষ্কার হয়েচে, (ভগবতীর প্রতি) তুমি এখনও বসে রয়েচ, আমার নজরের বাইরে যাও, আমার কি কর্ত্তে বসেচ যান না?

ভগ। কে আবার কি করবে?

বিনো। শ্যাম তুমি যা বলে ছিলে শেষ তাই গুটুলো।

শ্যাম। কই আমি ত কিছু বলি নি।

ভগ। কে আবার কি বলবে।

বিনো। কি আশ্চর্য্য! আমার অদৃষ্টে এই ছিল, এই জন্য কি তোমাকে এত স্নেহ কত্তুম?

ভগ। কেন্ করবে না? আমি কি মন্দ?

বিনো। আর সে কথায় প্রয়োজন কি?

শ্যাম। দাদা কি হয়েচে?

বিনো। কি হয়েচে মাথা মুণ্ড কি বলব, আমার বাক রোধ হয়েচে, ওদিকে কি রয়েচে চেয়ে দেখ।

শ্যাম। তাই ত এ কে কল্লে? ঠিক হয়েচে। বউ বামুন যে গড়াগড়ি।

কম। ছঃ! এখন কি হয়, বামুন তোমাকে ডাকচে।

ভগ। বামুন আবার কে, আঃ খেলে রে।

কম। খাব আর কাকে, কেবল তুমি আছ, আর আমি আছি।

বিনো। ওঁকে আর কিছু বলোনা বার করে দাও, আর ওঁর মুখ দেখতে না হয়।

ভগ। মুখ নাকি আমি তোমারই দেখতে চাই, ওগো তোমরা সব এসগো খূন কল্লে। আমি বাপের বাড়ী থেকে লোক আণ্চি, সকলকার হাতে দড়ি দেয়াব, আমার দাসী কোথা গেলরে—

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

শ্যাম। কমল ব্যাপার কি বল দেখি, অস্ত্র খানা ফেলে দাও ?

কম। শ্যাম এসেচ, (স্কন্ধ ধারণ) সে সব কথা পরে বলব, ওঃ! আমার মন থেকে পাথর গেল, আমি যে কি অবস্থায় ছিলাম তা বল্তে পারি না, ধর্ম্ম পথে না চল্লে কোন দিকে সুখ নাই, আমায় এত দিন ভুতে ঘিরে রেখে দিয়ে ছিল। এখন আমার সুর কই, শ্যাম তোমার কথা না শুনে আমার নানান দুর্দ্দশা হয়ে ছিল, আমি নতুন জীবন পেলুম, জগদীশ্বর তুমিই ধন্য! আমায় ছত্রিশ কোটি রোগ দিও, আমি অব-

হেলায় ভোগ করব, কিন্তু মনের রোগ দিও না। শ্যাম আমার সুর কই সে কি আমার আবার মুখ দেখবে? (রোদন)

শ্যাম। ভয় কি, সব আছে।

বিনো। আর দেরি নয় মা কে আনিগে চল। শ্যাম তিনি কি আমার মুখ দেখবেন না?

শ্যাম। কেন, আপনি তাঁর কি করেচেন? চলুন আপনাকে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়েছেন।

বিনো। আমি তাঁর কুপুত্র, শ্যাম আমাকে মাপ কর।

শ্যাম। মহাশয় এখন সে সব কথা থাক, চলুন কমল।

[সকলের প্রস্থান।

যবনীকা পতন।

সম্পূর্ণ।